

অভেদী ।

Handwritten signature

“আলালের ঘরের ছলল,” “মদ খাওয়া বড় দায়, জাত
থাকার কি উপায়,” “রামা রঞ্জিকা,” “কৃষিপাঠ,”
“গীতাকুর,” ও “বৎসিকিষ্ণু” রচয়িতা

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত ।

প্রথম সংস্করণ ।

CALCUTTA :

PRINTED AT THE SUCHAROO PRESS, BY LALLOCHAND BISWAS,
NO. 16, BRITISH INDIAN STREET.

15th January, 1871—(Price 8 Annas.)

শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন দত্ত

মহাশয়েষু ।

অর্গ্য !

আপনকার উদার ও অতেদী প্রকৃতি জন্য
স্বীয় শ্রদ্ধা-চিহ্ন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-খানি আ-
পনাকে উৎসর্গ করিতেছি ।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর

সূচিপত্র ।

পৃষ্ঠা ।

- ১।—অবেষণচক্রের সনে শিকার দর্শন, বম্যলোকদিগের সহিত
আলাপ ও ধর্ম লক্ষণ চিত্তন । ১
- ২।—সভমরণ—আত্মবিষয় চিত্তন । ৪
- ৩।—পিঙ্গলা গ্রামে লালবুক্কড়ের স্বভাব বর্ণন, ধর্ম বিষয়ে
দলানলি । ৭
- ৪।—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর পরিচয় ও আত্মবিষয়ে তাহা-
দিগের মত, অবেষণচক্রের পিঙ্গলা গ্রামে প্রবেশ ও
সমাজাদি দর্শন । ১৫
- ৫।—টবক্ষবদাস বাওয়াজির বাগি ও আত্মবিষয়ে তাহার উপদেশ । ১৫
- ৬।—অবেষণচক্রের আত্ম বিষয়ক চিত্তন ও নুতন ভাবের উত্থেক
ও মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ । ১৭
- ৭।—ভদ্রপুরে ভবানী বাবুর বাগিতে পতিভাবিনির আগমন
এবং তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন । ২১
- ৮।—জেঁকো বাবুর বাগিতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পত্নির
সহিত জীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন । ২৩
- ৯।—অবেষণচক্রের আত্ম চিত্তা, জীকে স্মরণ ও পুনরায় মৃত
পিতার বাক্য শ্রবণ । ৩০
- ১০।—লালবুক্কড়, জেঁকো বাবু ও বাবু সাহেবের মাঠে ভ্রমণ—সেখানে
অবেষণচক্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্মবিষয়ক কথোপকথন । ৩২
- ১১।—পতিভাবিনির চিত্তা—ভ্রমণ ও অন্তর আলোক প্রাপ্তি । ... ৩৫
- ১২।—অবেষণচক্রের আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও খ্রীষ্টিয়ান, প্রাচীন
ও উন্নত ব্রাহ্মের বিতণ্ডা শ্রবণ । ৩৭

- ১২।—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ছোটলোকদিগের শিক্ষা
বিষয়ক কথোপকথন। ... ৪০
- ১৩।—পতিভাবিনির ভ্রমণ—দুর্গোৎসব দর্শন ও এক ব্রাহ্মণিকে স্বামী
বশীভূত করণের উপদেশ দেওন। ... ৪২
- ১৪।—অশ্বেষণচক্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ, আত্ম বিচার
ও মৃত পিতার বাণী শ্রবণ। ... ৪৩
- ১৫।—জেঁকো বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবু সাহেবের বিবা-
হের উদ্যোগ ও ভ্রম ও ভ্রাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মবিদ্যা
চিন্তন—মনের পরিবর্তন ও অশ্বেষণচক্রের উপদেশ। ... ৪৮
- ১৬।—উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারকের উপদেশ ও বিচার। ... ৫৪
- ১৭।—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ক্ষতি, জেঁকো বাবুর মৃত্যু সরলার
বিধবা বিবাহ বিষয়ক উপদেশ, বাবু সাহেবের তাঁহাকে হস্ত-
গত করণার্থে নাস্তি নীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপ-
কথন, তাঁহার মৃত্যু ও লালবুন্ধের কারারুদ্ধ হওন। ... ৫৭
- ১৮।—অশ্বেষণচক্রের গোলাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকট
যাইয়া যোগ শিক্ষা—পতিভাবিনির সহিত মিলন। ... ৬৩
- ১৯।—অশ্বেষণ ও পতিভাবিনির অভ্যন্তরীণ দর্শন—তাঁহার নিকট
আত্মজ্ঞান লাভ ও তাঁহার পরিচয়। ... ৭১



অভেদী ।

১।—অশ্বেষণচন্দ্রের বনে শিকার দর্শন, বন্য লোক-
দিগের সহিত আলাপ ও ধর্ম্ম লক্ষণ চিন্তন ।

অশ্বেষণচন্দ্র, ভদ্র কুলোদ্ভব, তরুণ বয়সী, অত্যধিক
মিতবাকী, শাস্ত্র, জ্ঞান ও পরমানুরাগী, অশ্বেষণার্থে ভ্রমণ করি-
তেছেন। অনতিদূরে নিবিড় বন—রহস্য রক্ষে অরণ্য-
বেষ্টিত, বন-ফুলের শোভা মনোহর—শ্বেত, পীত, নীল, হিঙ্গুল
নানাবর্ণ ও নানাত্ব একত্রিত হইয়া বাগুর সহিত আশ্লেষ করি-
তেছে। বন দৃশ্য কি চমৎকার, ও সাধুচিত্তে কি সম্ভাব
উৎপাদক ! কি মধুর গাভীর্য্য ও দৈবকালিক কোমলতা ! কিন্তু
ঐশ্বর্য্য লক্ষ্যের ন্যায় চঞ্চল।। অল্প সময়ের মধ্যেই গজের গদ-
নের গাঢ় শব্দ হইতে লাগিল। গজোপরি দুই জন নব্য
মিলিটারি ও এক জন প্রাচীন পানরি বসিয়াছেন। দুই জন
মিলিটারি শার্কুল ও বরাহ শিকার জন্য দূরবীক্ষণ দ্বারা দূর-
দৃষ্টি করিতেছেন—নিকটে বন্দুক, ছোরা, বর্হা, বদনে চুরট—
তাহার ধূমেতে ক্ষুদ্র নেনোৎপত্তি, কিন্তু ঐশল্যবাহ্যতেই
বিরোগ। প্রাচীন পানরি আমানিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
ন্যায়, যজ্ঞন যাজ্ঞন ও অধ্যাপনে নিপুণ, একবার ভয়েতে

ঈশ্বর কল্পনার ও ভাবিতোহেন ব্যাঘ্র দেখিলে পাছে ভূমি-
 গাং হই, শিকার কখন দেখি নাই এজন্য আসিয়াছি—
 দেখিয়া স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবের নিকট গল্প করিব, ও ইহার
 বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, কিন্তু বুনি অপমাত মৃত্যু উপস্থিত।
 দুই জন মিলেটেরি পানরির রকম সকম দেখিয়া চখটেপাটিপি
 করিতেছেন, পানরি তাহা বুনিয়া বীর বদন ধারণার্থে নিমগ্ন।
 সকল ভাব বাহিরে প্রকাশ হয় না—মনের অনেক তরঙ্গ
 গুহমান, তাহাদিগের জন্ম ও লগের ব্যবধান ব্যবধান যাত্র
 ও বাহ্য প্রকাশ তাহা বাহ্য কারণ শিল্পোপেই প্রকাশ।
 এজন্য সকলের সকল ভাব সকলে অনবগত। হস্তি মন্দ মন্দ গ-
 তিতে চাণিয়াছে, শুণ্ড অর্ধ উন্মিত—সাময়িক মিনাদ বন শান্তি
 বিঘ্নকর। ইত্যবসরে দূর হইতে আনন্দ—আনন্দ শব্দ উঠিল,
 “ঐ এলোরে ঐ এলোরে” ভাষার পর কর্ণগোচর হইল।
 অমনি কতগুলি বনালোক টিকার ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া
 গান করিতে লাগিল “দাদা বাস মারতে চল দাদা বন চাক্তের
 কল”। বনাদিগের হস্তি নাই, কখন নাই, মন্দুক নাই, বর্জা নাই,
 কেনল গজা ও তীর লইয়া অকৃতোভয়ে শাদুলের প্রতি দাব-
 মান হইল। তাহাদিগকে দেখিনামাত্রই ব্যাঘ্র লাঙ্গল লাগ
 লাগ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়া বনা লোক-
 নিগের উপর লক্ষ দেয় এমন সময়ে তাহারা প্রজ্ঞা তীর মারিয়া
 ব্যাঘ্রকে ভেদ করিয়া গজা দিয়া তাহার দুও ছেদন করিল
 সহেবরা বনালোকনিগের পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যাব্বিত
 হইলেন ও শিকারার্থে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন।

অশ্বেষণচক্র দূর হইতে এই সকল দৃষ্টি করিয়া বন্য লোকদিগের নিকটে উপনীত হইলেন।

তাহারা বলিল তুমি কে ?

অশ্বেষণচক্র উত্তর করিলেন আমি ভ্রমণকারী, তোমাদিগের সাহস দেখিয়া আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়াছি।

বন্য লোকেরা বলিল মহাশয় ! আমরা একপ কর্ম নিতা করিয়া থাকি—মনের বাঘই ভয়ানক—বনের বাঘ ভয়ানক নয়, সহজেই মারা যায়। রাত্রি হইল, আগানিগের বাটী পার্শ্বতের উপর, সেখানে আসিয়া অবস্থিতি করণ, কল্যাণ প্রাপ্তি বাইবেম।

অশ্বেষণচক্র তাহাতে সন্মত হইয়া তাহাদিগের সহিত পার্শ্বতোপরি আরোহণ করিয়া কয়েক খানি সুনির্মিত কুটীর দেখিলেন। তিনি উপস্থিত হইবা মাত্রেই অম্যান্য পার্শ্ব-তীরেরা ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণ নিকটে আসিয়া যথেষ্ট সমাদর ও আতিথ্যপূর্ব্বক তাঁহাকে নামা ফল ও সুশ্রদ্ধা দ্বারি প্রদান করিল। তিনি তাহা ভক্ষণ ও পান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে অনেক পরিবার দেখিতেছি—তোমাদিগের বিবান উপস্থিত হইলে কি প্রকারে নিষ্পত্তি হয় ? এক জন প্রাচীন বলিল—আমরা সকলেই চাষ করি ও আপন পরিশ্রমে যাহা উপার্জন করি তাহাতেই জীবিকা নির্বাহ হয়, পরস্পর কাহার সহিত বিরোধ হয় না, সত্য ব্যক্তিরকে অন্য বাক্য কহি না ও কি পুরুষ কি স্ত্রী ভ্রষ্টোচিত যে কি তাহা জানে না, এজন্য সকলে পরস্পর সুখী আছি ও আমরা সকলেই ঈশ্বর উপাসক, তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিয়া বলি যে মোত ও পাপে পতিত না হই।

অশ্বেষণচক্স বন্য লোকনিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতি-
শয় পরিতুষ্ট হইলেন ও ভাবিলেন যে ইহারা বন্য বটে এবং
অসভ্য বলিয়া গণ্য, কিন্তু সভ্যনিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—যাহারা
যত জিতেঞ্জীর তাহারাই তে তত প্রকৃত ধার্মিক, একগুণে
অশ্বেষণ করিয়া সার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবেক। পুস্তক
পাঠ উদ্বোধক কিন্তু সকল সঙ্গত্ব স্থায়ী নহে, মানব স্বভাব
দর্শনে নিগূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। নির্জন স্থানে বাস করিয়া
ধ্যান ও ধারণা আত্মার উন্নতির কারণ বটে, কিন্তু অত্যাসের
অগ্রে জীবনের সার লক্ষ্য স্থির করা কর্তব্য। নানা গ্রন্থ
পাঠে ও মানারূপ উপদেশে আত্মা পরিপূরিত—কি গ্রাহ্য
কি অগ্রাহ্য—কি সাধ্য কি অসাধ্য—তাহা নিগূঢ় চিন্তা ও
আত্ম পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। পর দিবস
অনুদয়ে তিনি বিদায় লইয়া পর্বতের নিম্নে আসিয়া মন্দ
সমীরণ সেবন করতঃ চলিলেন।

২।—সহমরণ—আত্মবিষয় চিন্তন।

বদীর নিকটে কি কোলাহল! অনেক লোকের আগমন।
আবাল, রুদ্ধ সকলেই বিমোহিত ও রোক্তনামান। একটি বহু
শাখাবুক্ত অশ্বখ বৃক্ষের নিম্নে খট্টোপরি শব্দ রহিয়াছে, তা-
হার পরতলে রূপসাবণাবুক্ত, উজ্জ্বলরম্য, পটুবস্ত্র পরিহারিনী,
মিকুর জ্যোতি রলহৃতা ও বটশাখা কর গ্রাহিণী এক রমণী বসি-
রাছেন। নিকটে দুইটি শিশু রোননপূর্বক বলিতেছে—
মা! পিতার শোকে আমাদের প্রাণ যায়, তুমি সহমরণ
গেলে আমরা কোথা যাব? মাতা এই ছন্দয়ভেদী বিলাপে

বুঝ না হইয়া। সম্ভ্রান্তদিগের মুখ চুপন করত বসিগেল, পরে-
 শরের অসীম রূপাতে ভোমরা। অনেকের নিকট পিতা মাতার
 ঘেহ পাঁইবে—ছিন্ন হও, রোদন করিও না। পরে অনেক
 নিকটে আসিয়া ঐ ক্রীলোককে মানা প্রকার কুলাইলেন, কিন্তু
 তিনি কিছুই উত্তর না দিয়া করবোটে উদ্ধৃষ্ট দৃষ্টে থাকিলেন।
 নিকটস্থ লোকদিগের বোধ হইল যে তাঁহার আত্মা বিস্তৃত
 আধ্যাত্মিক ভাব বলে শরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে—আত্ম
 জ্বাতে বাহ্যিক কিছুই প্রেরিত হইতেছে না। অল্প কাল
 পরে শব্দ শ্রুত হইলে তিনি প্রদক্ষিণ করিয়া হরিমানের মুক্তি
 করত মৃত ভক্তির চিতায় আকৃষ্ট হইয়া যেন স্বর্গনাথ করি-
 লেন। রমণীর জীবিত শরীর মৃত শবির শরীরের সহিত
 মিল হইতে লাগিল—দেহ ঐশ্বর্য্যে সম্পূর্ণ—হুই হস্ত সংযুক্ত—
 বদন ঐশ্বর্য্যাসাধিত—নয়ন সমাধিতে আবৃত ও ধনবান
 আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদ্বধি তাঁহার পবিত্র
 রসমায় হরিমায় সকলের শান্তিনায়ক হইয়া ছিল।

অবেশনচক্রে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন
 হইয়া আত্ম বিচার করিতে লাগিলেন। স্কুরেটিস মৃত্যু
 কালীন মৃত্যুঞ্জয় হইয়া শান্তচিত্তে বিবশান করিয়া ছিলেন।
 ক্রমশঃ অন্তিম কালে টেব্রিভার বিশুদ্ধপূর্ব্বক শান্তলোক
 ধারণ করেন, কিন্তু মৃত্যু ঘটনা হুই হইলে তিনিও ঐশ্বরের
 প্রতি বিশ্বাস না রাখা করিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া
 ছিলেন—পিতা ! আমাকে তুমি কি ত্যাগ করিলে ? রণস্থলে
 যোরেয়াও মৃত্যুকে হুণা করিয়া আগমন করিয়া থাকে ও অ-
 নেক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও ধর্ম্মবলে মৃত্যুশাশ বন্ধন হইতে

মুক্ত হইল, কিন্তু এ রমণীর ন্যায় আধ্যাত্মিক বল অসামান্য।
 মত্ত হইয়া প্রাণতাগ করা ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দক্ষ হইয়া শাস্ত্র-
 ভাবে দেহ বিনাশ করা ত্রিষ বাপার। সকল বীরত্ব অপেক্ষা এ
 বীরত্ব শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এ কিকণে অথো? অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি,
 অনেক বিদ্যা বিহারদ লোক বসেন আত্মা নাই—মরণেতেই
 জীবনের বিনাশ, জীবন কেবল পারিরীক কার্যের নিয়ামক।
 আত্মা কখন কাহারো সমীপে দৃষ্ট হয় নাই ও বাহ্য চাক্ষুষ নহে
 তাহা অবিদ্যাসা। সকল শাস্ত্রে আত্মার অমরত্ব উল্লেখ আছে
 বটে, কিন্তু সে কেবল লোক বাত্মা নির্বাহের জন্য। আত্মার অবি-
 নাশত্ব স্বীকার না করিলে অত্যাচারের বৃদ্ধি, বাস্তবিক এ বিষয়
 কেহই সংস্থাপন করিতে পারে না, এবং আচার্য্যেরাও শাস্ত্রিক
 অনুমেয় ও উপমেয় প্রমাণ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার বুঝাইয়া
 দিতে পারেন না। শিষ্যও পাছে নাস্তিক বলিয়া গণ্য হয় এই
 ভয় প্রযুক্ত অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কিন্তু এ বিষয়টি
 নির্ণয় করা অতিশয় আবশ্যক। যদি এই অনুসন্ধানে বিশেষ
 আলোক পাওয়া যায় তবে ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় নিশ্চয়
 হইবে তাহা না হইলে সকল উপদেশই বাহ্য মত্যা ও ধর্ম্য বলিয়া
 গ্রাহ্য হইতেহে তাহা দুর্ব্বল সংস্কারাধীন ও এই কারণেই এত
 দ্বতাস্তর, বিবাদ, কলহ ও দলাদলি হইতেছে। অনেক
 পাড়িয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই অস্ত্র পাই না।
 বাহ্য নিকটে জিজ্ঞাসা করি তিনি আপন মত প্রকাশ করেন।
 তবু তবু কবিত্তে গেলে ঐ মত ধূমবৎ বোধ হয়। দেখি ঈশ্বর
 বা করেন, অণেবণ করিতে ক্রটি করিব না।

৩।—পিকলা গ্রামে লালবুল্কড়ের স্বভাব বর্ণন ;
ধর্ম বিষয়ে দলাদলি ।

পিকলা গ্রামে লালবুল্কড় নামে এক জন ধড়িবাঁজ লোক ছিলেন। তাঁহার পশ্চিম দেশে জন্ম ও সৌদাবাদে অনেক দিবস অবস্থিতি এতদ্বা তঁাহার কথা জারজ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহা কহিতেন তাহা অর্দ্ধেক হিম্মি ও অর্দ্ধেক সৌদাবাদি। লোকটা সাম্প্রদায়িক কিন্তু আপন অতিপ্রায় কি তাহা ডুবুরি ডুবিলেও অগ্নি সন্নি পাইত না। সর্বদাই ইজের ও চাপকান পরা ও লাট্টাদার পাগড়ি মাথায়, হাতে হরিণামের মাল, সকল কথাতেই রাজা উজির মার্ত্তেন, সকল কর্মেতেই ডিকরি ডিস্মিস্ কর্ত্তেন, আর সর্বদাইপূর্ব্ব কালের মাহাজ্মা বর্ণন করত বলিতেন, “আরে আখোন কি আছে—আগে তবলার চাটি, ঘোড়ার চিঁহি, লুচি পুরির খচাখচ, আখোন এ গলিতে ছুঁহার ডাক ও গলিতে পুহার ডাক”। নিকটস্থ কেহই সম্পূর্ণরূপে কোন কথা সাক্ষ করিতে পারিত না। কথা আরম্ভ করিলেই, তিনি বলিতেন আরের রহ মশাই, তুমি জান কি ? বিদ্যা সম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম বিষয়ক কি অদালত সংক্রান্ত প্রস্তাব হইলে, তিনি অমনি ভ্রমড়িখেয়ে পড়ে বেহুদা বক্তেন ও সকলেই নিরস্ত হইয়া সুপারি ধরিয়া থাকিত। তাঁহার নাম পরমানন্দ, কিন্তু তাঁহার বাকচতুরতা ও সব বিষয়েতে ঠোঁকরমারা জন্য গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে লালবুল্কড় বন্দিয়া ডাকিত ও তিনিও আত্মগোঁরব সংস্কার

বশতঃ তাহাতে ভুগ্ন হইতেন। যেখানেই কোন কঠিন প্রশ্ন হইত সেখানেই লোকে উপেক্ষা করিয়া বলিত এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লালবু'কড্ বই আর কে করিবে? লালবু'কড্ কোন বিষয়েই পি'পা হইতেন না। জ্যোতিষ, হাত দেখা, কোষ্ঠির কলাকল বলা, নৈবকার্য্য করা রোজাগিরি কর্ণ, ভুতনাচান, বজ্রানিগের ঔষধি দেওয়া এ সকলই তাঁহার কণ্ঠস্থ, সর্ব্বদাই এক রকম না এক রকমে বাস্তব যেন অহরহ লাঠিমের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত—সংসারে বাজু চটকে কি না হয়? ঘাছার ছপ আরবুক তাহারি অয়। এই রূপে কিছু কাল যায়। এক নিবস ছুই জন ই'তর লোক প্রচুর সুরাপান করিয়া বিবান করিতেছে। এক জন বলিতেছে রুক্ষ বড়, এক জন বলিতেছে পাতা বড়। হাতাহাতি হইবার উপক্রম—এমত সময় অন্য এক জন পড়িয়া বলিল তোমাদের বিবাদ ভঞ্জনার্থে লালবু'কড্‌র নিকটে যাও। অমনি তাহার। টল্‌তে টল্‌তে আসিয়া বলিল ও গো বোনা-কড়ি মশাই! ঘরে আহ গো? এরূপ সম্বোধে লালবু'কড্‌কি-কি বিরক্ত হইয়া বলিল হ'রে তোর। কি মাংহিস? তাহার। মন ভরে অজ কাঁপাইয়া বলিল—মোর বাপের ঠাকুর বলতো বিক্ষ বড় না পাতা বড়? লালবু'কড্‌ বলিল যা বেটার, যা রুক্ষ বড়। এ ছুই জনের মধ্যে এক জন বলিল তবে বাবা তোমার মুখে ছাই দি। মানপাতা কি মোর বাপ? তার যেপাতা বড়। তোমার এই মোড়নি? হি! হি! লালবু'কড্‌ পাছে আপনার অপাণ্ডিত্য লেশ মাত্র প্রকাশ পায়, এজন্য অমনি হৃৎকে উঠে যা বেটার, যা বেটার', বলিয়া তাহার। দগের বাহির করিয়া দিলেন। গ্রামে

নানা প্রকার লোক নান মতাবলম্বী। স্থানে স্থানে দলে বিভক্ত ও যেখানে দল সেখানেই দলীয় ভাব সম্পূর্ণ ও দল ভাবই ঈশ্বর জ্ঞান। যাহারা যে দলস্থ তাহারা আপন মত ও বিশ্বাস প্রকৃত সত্য জ্ঞান করে ও ঐ মত ও বিশ্বাস রক্ষা ও বিস্তার জন্য প্রাণ নিতেও প্রস্তুত। এই কারণ এক দল অন্য দলের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে ও মনে করে যে সত্য ও ধর্ম কেবল তাহানিগের হস্তে। আশ্রমে পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম ও উন্নত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার হইতেছে, মোসলমানদিগের মসজিদ প্রাস্তভাগে বেনাপোমান ও পারসিদিগেরও গির্জা স্থাপিত হইয়াছে। যাহার যে অতিপ্রায় ও অতিক্রটি সে তাহা করিতেছে ও তাহাতে মনের চাঞ্চল্য, মতের ভিত্তিত্ব, বিশ্বাসের নানা কলা প্রকাশ ও দলান্তরিত আকোশের বৃদ্ধি। সকলেই সকলকে স্বনন্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও নূতন নূতন লোক জোয়ারের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খ্রীষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বী হইলে ব্রাহ্মেরা তাহার উপর দাবমান হইতেছে ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হইলে খ্রীষ্টীয়ানরা তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। পৌত্তলিক আক্রমণ ন. করিয়া কেবল বলিতেছে সব গেল ঐতো জানাই আছে, সব একাকার হইবে, একগুণে স্বধর্ম রক্ষা করিয়া মরিতে পারিলেই হয়। মোসলমানেরা বিবহত সর্পের ন্যায় দংশন করেন অসক্ত কোন অবরান করিলে সাজা পাইতে হইবে—অপ্প অপ্প তলের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতেই চেষ্টাশিত। উন্নত ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন প্রকৃতকার্য কিছুই হইতেছে না—সকলে ব্রাহ্মেরা প্রকৃত

ଉଡ଼ିବରତ । କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ପଢ଼ା ଓ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯି
 କି ହିତେ ପାରେ ? ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଗଲେ କେବଳ
 ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ଓ ତନ୍ତ୍ରାବଲମ୍ବନ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ । ବାହି-
 ବେଳ, କୋରାନ, ଜେନ୍ଦବେନ୍ଦା ପ୍ରଭୃତି ଅନାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର
 ଅଂଶ ଦେওয়া କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅନୁଷ୍ଠାନ କି ଜାତକରଣ, ବିବାହ, ଆହୁ
 ଇତ୍ୟାଦିର ଶ୍ରୀମାଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେହିଁ ହିତେ ପାରେ ? ଜାତି-
 ଭେଦର ବିନାଶ—କ୍ଷିବ୍ଧା ବିବାହ ଓ ଅସଦ୍‌ଗଣେ ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ,
 ବାଳବିବାହ ନିବାରଣ ଓ ଜ୍ଞୀଲୋକାଦିଗର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ତଃପୁର
 ହିତେ ବନ୍ଧନ ଯୋଚନ ଇତ୍ୟାଦି ନା ହିତେ କି ଉନ୍ନତି ହିତେ ?
 ନେକେଲେ ବ୍ରାହ୍ମେରୀ ବଲେନ ଏକକାଳେ ହିତେ, କିନ୍ତୁ ସେ
 କାଳକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ନା ଆନିଲେ ସକଳହିଁ କାଳ ଅବସ୍ଥା ହିତେ
 ଉଠିତେହେ । ବିଶେଷତଃ ପହିତା ନୀରଣ କି ତ୍ୟାଗକ ! ଇହାତେ ଗୋର
 ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ ପାହିତେହେ, ତବେ ଆର ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ କୋ-
 ଥାୟ ? ଏହିରୂପେ ଜନ୍ମନା, କଲ୍ପନା, ଚଳୁନୀରଣ ଓ ଯତ୍ନାବଳେ
 ଧ୍ଵନି ପ୍ରତିଧ୍ଵନିତ ହିତେହେ । ଆମ କଲ୍ପାବଳ—ବୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧର
 ନାନା ଚରଣ ଉଠିତେହେ, ଏକ ଏକ ଚରଣର ବେଗ କେ ନୀରଣ କରେ ?
 ଆର ଏନିକେ ଆତ୍ମିୟାର, ଯୋପା ନାପିତ ବନ୍ଧ କରା, ନିମନ୍ତ୍ରଣର
 କଲହ, ନିରାଦିଗର ଘୋଟ ସାତ୍ତ୍ଵିକ ହିତେହେ । ଛୁଇଁ ଏକ ଜନ
 ଆୟୁଦ୍ଧେ ଲୋକ ସାହାରା କୋମ ନିଳି ଲିଖିତ ନୟ ତାହାରା ଯଥା
 ଯଥା ଲାଳ ବୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟ ଆସିଯା ବଲେ, କେମନ ଗୋ ମହାଶୟ !
 ତୁମି ତୋ ସକଳେର ଅବିଚ୍ଛେଦ ବରଦାର—ଏସବ ଗୋଳ ଯେତା ଓ ନାକେନ ?

ଲାଳବୁଦ୍ଧ ତାହାଦିଗର ବାଦ୍‌ବିକ୍ତି କଥା ଶୁଣେନ ଓ
 ବଲେନ—ଆମି ଗୋମନ ଗୋମନ ବୁଦ୍ଧ ଗୋମନ ଗୋମନ କାମ କରବ—
 ବଦ୍ଧେଡ଼ା ବଦ୍ଧେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ବଦ୍ଧେ ଟାହି ।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ধর্মশাস্ত্র বোনা সোবা ? তোমার তো বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড আমরা জ্ঞাত আছি। তুলসি দাসী, রামায়ণ, মতসইয়া, প্রেমসাগর প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছ—ধর্মবিষয়ক চর্চা কবে করলে ?

লালবুঝ্‌কড় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—না বাবু। আপন আপন কাষে না—হামার সাত টিট্‌কারি করনা, কি কাম ? ছানি কি না নানি ? ওখত হলেই নিকাস করব। এখন নাকড়া বাড়িতে দেও যদি আপনা আপনি না কমে তো ছানি কমাব।

—বাবুসাহেব ও জৈকোবাবুর পরিচয় ও আত্মবি-
বায় তাৎপরিগের মত, অশ্বেষণচন্দ্রের পিঙ্গলা
গ্রামে প্রবেশ ও সনাতাদি দর্শন।

গ্রামের দক্ষিণস্থ মাঠের নিকট একটি সুনির্মিত অট্টালিকা সমুখ উদ্যান। বাবুর স্রোত নিরন্তর বহিতেছে। লোকের গমনাগমন অল্প—সময়ে সময়ে এক এক খামা গরুর গাড়ি কলুর ঘানির শব্দ করত চলিয়াছে। ভার্যাকান্ত গরু অঁচল কিন্তু বেত্যাঘাতে সচল—ছুই এক জন ছোটো মন্তকে তরকারির বোনা ও শরীর বর্ণে স্নাত—বেগে চলিয়াছে। মন্দ মন্দ গতিতে মধো মধো দাসো জলের কলসি হুঙ্কে—“ইংগো সে জানে সব মথুরা” গাম করিতেছে। উক্ত অট্টালিকায় বাবুসাহেব বাস করেন। তাহার আদিম নাম কি তাহা সকলে অবগত নহে কিন্তু তিনি বহুকাল কিরিজি, ট্যাশ ও মেটেকো-

সের সহিত সহবাস করাতে তাঁহার চাসচুল তাহানিগের
 নায়—ইংরাজি রকমে আহার করেন—ইংরাজি রকমে পো-
 শাক পরেন—ইংরাজি রকমে কথা কহেন—ইংরাজি রকম
 চাল চলেম। নিরুদ্ভিন্ন হইলে হয়তো মেজের উপর ছুই পা
 তুলিয়া ভাবেম—হয়তো ফুলা কাক করিয়া দাঁড়াইয়া শিস দেন
 ও স্বদেশীয় লোকদিগের প্রতি এমন বিদ্বেষ—স্বদেশীয়
 আচার ও ব্যবহারে এমন বিরুদ্ধ যে কেহ এতদেশীয় কাহার
 নাম উল্লেখ করিলে তিনি এমন বলিয়া উঠেন “ডাম বেজালী
 —ডাম বেজালী”। বাবু সাহেবের নিকট অনেককেই আইসে
 কিন্তু কাহার সহিত গিল হয় না কেবল গ্রামস্থ এক জন জেকো
 বাবু নামে বিখ্যাত তাঁহারই সহিত বন্ধুতা ছিল। জেকো
 বাবু বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া কেবল অবিদ্যা অভ্যাস করি-
 রাছেন, অর্থাৎ আত্মবিদ্যায় কিছুই মনোনিবেশ করেন নাই,
 কেবল পদার্থবিদ্যা, অর্থাৎ বাহ্য বিদ্যা, খগোল, ভূগোল, অস্ত্র,
 বীজগণিত পুরাতত্ত্ব, উদ্ভিদ প্রভৃতি বিদ্যায় কিছু কিছু সৌকর
 দ্বারিরা সর্বদাই জনসমাজে আড়ম্বর প্রকাশ করিতেন। তা-
 হারা আত্মবিদ্যা অবহেলা করে ও কেনন বাহ্য বিদ্যানুশীলনে
 কাল বাপন করে তাহানিগের সৈন্য, আত্মা ও পরকাল জ্ঞান
 অল্প। তাহারা সারজাম, অর্থাৎ বিদ্যা ভাগ করিয়া অসার
 অর্থাৎ অবিদ্যা জ্ঞানে জ্ঞানী হয়। বাবুসাহেব ও জেকো
 বাবু বাহ্য আড়ম্বরীয় বিদ্যার চর্চার সর্বদা রত থাকিতেন।
 আত্মবিদ্যার আলোক তাঁহানিগের আত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র
 প্রবেশ করে নাই, এজন্য তাঁহারা এক প্রকার নাস্তিক ছিলেন।
 আত্মার অনন্ত প্রভাবিত হইলে, কোতুক করিয়া বলিতেন—

যাহা অপ্রমাণ তাহা অগ্রাহ—অস্বাভাবিক প্রমাণের ন্যায়, প্রমাণ
 তৈল থাকিলে ও বাতাস না থাকিলেই জ্বলে ও নির্ঝাঁপ হইলে
 আলোক আর প্রকাশ হয় না, তবে কেহ কেহ কহেন অশুক
 আত্মা দৃষ্ট হইয়াছে, সে শাখিক ও মস্তিষ্কের দোষ ঘটিল।
 যদি আত্মার অবিস্মরণ সংস্থাপিত না হয়, তবে
 আর পরলোক কোথায়? কেহ বলেন চক্ষুদোষে, কেহ বলেন
 হৃদয়পথে, কেহ বলেন ইহা অনেক প্রেণিতে বিভক্ত, যেমন
 আত্মা প্রেমে ও জ্ঞানে উন্নত, তেমনি উদ্ভগামী—এ সব বাস্তব
 —প্রমাণ কোথায়? বাহ্যিক পদার্থবিদ্যা ভাল করিয়া না
 শিখে, ও কি প্রমাণীতে সত্য শিক্ষা করিতে হয়, তাহা
 না অত্যাশ করে, তাহার প্রবন্ধের অঙ্করূপে সর্বদা পতিত।
 বিজ্ঞান শাস্ত্রের ব্যক্তির এ সমস্ত গড়ডলিকা প্রবাহের অন্তর্গত
 অনুরাগবৃত্ত জন্ম শূন্যজ্ঞান আলোক দ্বারা নিবারণ করা
 কর্তব্য, কিন্তু ইহা হইতেছে না, এই কারণে গ্রামটা একে-
 বারে ছারখার হইয়া গেল। গলা টিপ্তে ছুপ-বেরোর
 এমন সব ছোঁড়া আসল লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া হরতো
 বাইবেল নয়তো ব্রাহ্মধর্ম পড়িতেছে, আবার গির্জার
 অঙ্কবা সমাজ হস্তিরে গিয়া চোক বুজাইয়া উপাসনা করে ও কি
 ঘরে, কি বাহিরে ধর্ম লইয়া ঝড় করা করিয়া বেড়ায়। দেশের
 অস্তিত্ব কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? নাড়ি ২ পৃষ্ঠক
 লেখা হইতেছে, কিন্তু কেবল কার্য ও কারণের উপর নির্ভর।
 মিথ্যা টেকির কচ্চকি করা কি উপকার!

পিঙ্গলা গ্রামে অব্যবহৃত উপনীত। একে বসন্তকাল
 তাহাতে পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ। বনে উপবনে অসংখ্য ফল ও

মতা, মকুলে, পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ; ললাটের আভায় পল্ল-
বাহির মরকত শোভা স্বর্জিত—মলয়ার চুপসে মকুল ও পুষ্পের
নানা আঘোদীয় গন্ধ, একত্রিত ও বিস্তৃত—দেবালয় সকল আ-
লোকে প্রজ্জ্বলিত—স্থূপ ধুমাক্ষ গাঙ্গে ব্যাপিত—শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ
করতাল, তুরি, তেরীর ধ্বনিকে অর্চিত ও মধ্যে মধ্যে এক এক
শিবালয় হইতে “হর পঞ্চানন পিনাক পানেন হে” সংগীত
হইতেছে। সময়, স্থান ও অঙ্গুষ্ঠায় আত্মার গভীর ভাব-উদ্দীপণ
করে। অদেবগচ্ছ সস্তাবে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ
দূরে যাইয়া এক অপূর্ণ ব্রাহ্ম সমাজ দেখিলেন। ব্রাহ্মরা ভক্তি-
পূর্বক উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেছেন। আচার্য্য উপ-
বেশ দিতেছেন—প্রস্তাব আত্মার অমরত্ব। শাস্ত্রীয়, সম্ভাব্য ও
উপমের প্রমাণে যত দূর পাওয়া যায় ততদূর ব্যক্ত হইল, অব-
শেষে আত্মার অবিমাংশ বিশ্বাস না করিলে কি অমুখ ও ভয়া-
নক তাহাও বর্ণিত হইল। শ্রোতাদিগের বদনভাসে বোধ
হইল যে সকল উপদেশ তাহাদিগের দ্বারা গৃহীত হয় নাই
ও অনেকেরই মনন ভঙ্গি দ্বারা বুঝা গেল যে ঐ উপদেশ
অতি দীর্ঘ হইয়াছে। উপাসনা সমাপ্ত হইলে অদেবগচ্ছ
হই এক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন ব্রাহ্ম সমাজ?
তাহারা বলিলেন এ প্রাচীন সমাজ একটু আগে গেলে
উন্নত সমাজ দেখিতে পাইবেন। কিছু দূর যাইবা ঘাট্রেই রক্ত
পাতাকা উড়্ড়ীয়মান—বানোর গগনভেদী ধ্বনি ও সংকীর্ণ
মহরী যেন একতরঙ্গের স্যায় কর্ণকূহরে প্রবেশ করত
হৃদয়কে নৃত্য করাইতেছে। নরম সিমীমিত, পট্টবস্ত্র-পরিহিত,
চর্মপাছুকা-বহিত ব্রাহ্মরা সমাজ বন্দিরে উপবীত হইয়া

উপাসনা করিতে বসিলেন। প্রথমে অনুতাপের উপাসনা হইল, পরে আচার্য্য মহাত্মা ব্যক্তিদ্বিগের ঐশ্বর্য্য শক্তি বর্ণন করিলেন। মহাত্মা চৈতন্য, নামক ও ক্রাইস্ট—কিন্তু সকল অপেক্ষা ক্রাইস্টের অসীম প্রেম ও অনুপমের গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। সত্য তত্ত্ব হইলে অশ্বেষণচন্দ্র ঘাইতেছেন। কোণার অবস্থিতি করিবেন এই ভাবিতেছেন এমন সময়ে বৈষ্ণবদাস বাওয়াজী নামে একজন ব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সহিত আলাপ করত আপন নিকতমে আসিবার জমা তাঁহাকে আহ্বান করাতে তিনি সম্মত হইয়া তথায় ঘাইয়া রাতি যাপন করিলেন।

৫।—বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাগী ও আত্ম বিষয়ে তাঁহার উপদেশ।

বৈষ্ণবদাস বাওয়াজির বাগী বড় প্রশস্ত মহে। বাহিরে একটি দালান, পার্শ্বে দুইটি ঘর ও উঠানের উপর একটি পূর্ণ আচ্ছাদিত গোশালা। প্রাতে উঠিয়া স্নান আত্মিক সমাপনান্তর শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করাইতেছেন। কেহ শ্রীমদ্ভাগবত, কেহ গীতা, কেহ কুসমাঞ্জলী, কেহ শতরত্না বা পাঠ করিতেছেন। অশ্বেষণচন্দ্র নিকটে ঘাইয়া বসিয়া বসিলেন—মহাশয়! আমার সৌভাগ্য বশত: আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি। আত্মবিদ্যা বিষয়ক আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন তাঁহা কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হউক। আমার এ বিষয়ে অধিক পিপাসা।

টেকবনাস বলিলেন এ প্রকার প্রশ্ন প্রশ্ন শোনা যায় না।
আমি বাহা জানি তাহা অবশ্যই বলিব, কিন্তু আমি চিনির
বলদের ন্যায়। বাহা জানি তাহা অধ্যয়ন দ্বারা জানি—
বিতণ্ডা করিতে পারি—কার্য অথবা সত্যাসের দ্বারা জানি না।
সে উপদেশ যোগী অথবা মুক্ত ব্যক্তির দিতে পারেন।
সাধারণ সন্দেহ এই আত্মা শরীরের সহিত বিলীন হয়, এটি
ভ্রম। গীতা আপনি অবশ্যই দেখিয়াছেন? শ্রীমদ্ভাগবত
ব্যাসের শেষ শ্রুতি, বড় কঠিন ও আশ্চর্য্যজনক। প্রস্তাব সংক্রান্ত
এ পুস্তকেতে যে শাসন আছে তাহার সারাংশ বলিতেছি।

‘জীবের উপাধি লিঙ্গ দেহ এবং আত্মার অনুবর্ত্তি স্থূল
সূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন, এই স্থূল দেহ এই দুইয়ের
যে নিরোধ অর্থাৎ কার্য্য অযোগ্যতা হওয়া তাহাই জীবের
মরণ’। ৩ শ্লোক।

‘এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, যে হেতু ইনি এক শুদ্ধ জ্যোতিঃ-
স্বরূপ, নির্গুণ, কারণভূত, গুণের আধার, সর্ব্বগত ও সর্ব্বত্র
অনারত এবং সাক্ষিস্বরূপ, দেহরূপ নহে। এই প্রকারে
দেহস্থিত আত্মাকে যে পুরুষ জানিতে পারে, তিনি দেহধারী
হইলেও দেহের বিকার দ্বারা লিপ্ত হন না’। ৪ শ্লোক।

অপিচ—‘আত্মা অবিনাশী, অপক্ষয় শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ
নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, বিজাত্য, সর্ব্বাত্মক, বিকারবর্জিত, আত্ম
জ্যোতি, সকলের হেতু, অসঙ্গ এবং অনারত’। ৫ শ্লোক।

‘যেমন কালেতে চন্দ্ৰের কলা সকলের দ্রাস হইছে হয়
স্বরূপত তাহা চন্দ্ৰের নহে, তরুণ সৃষ্টি অবধি মরণ পর্য্যন্ত
ভাব বিকার সকল নেহেরই জানিবে আত্মার নহে’। ১১ শ্লোক।

‘সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, যে ব্যক্তি আত্মাকে এই গুণত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ জানেন তিনি হর্ষাদির দ্বারা কখন বদ্ধ হন না’। ৬ শ্লঃ।

‘ইন্দ্রিয়গণ কর্ম সকলের স্রষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্ত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্ররম্ভ করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রির সংযুক্ত হইয়া উপাধি সহকারে কর্মফল ভোগ করেন, নিকপাধিক আত্মা ভোগ করেন না। যত দিন গুণ বৈবৰ্য্য থাকে, তত দিন আত্মার নানাত্ব হয়, যত দিন আত্মার নানাত্ব থাকে, তত দিন তাঁহার পরাধীনত্ব হয়, যত দিন পরাধীনত্ব থাকে, তত দিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়’। ১১ শ্লঃ।

‘সত্ত্ব গুণের উদয়ের নাম স্বর্গ ও তমোগুণের উদয়ের নাম নরক’। ১১ শ্লঃ।

‘শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম এবং মৃত্যু এ সমুদায় অহঙ্কারের জাণিবে, আত্মার নহে’। ১১ শ্লঃ।

এই উপদেশ পাইয়া অশ্বেষণচন্দ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বিদার লইয়া গমন করিলেন।

৬।—অশ্বেষণচন্দ্রের আত্ম বিষয়ক চিন্তন ও স্মৃতি

ভাবের উদ্রেক ও মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। কবির প্রথর উত্তাপ। মাঠে গোপালের গক চরাইতেছে। হলের বেগে মৃত্তিকা ভেদ হইতেছে। গো সকল তৃণভোজে আতুর। গোপাল লাজুল মুচড়াইয়া

লাঙ্গল চালাইতেছে। আগুন লাভ জন্য পশুদিগের প্রতি
মনুষ্য সর্বদা দয়াহীন হইয়া থাকে। মাঠে ছায়া নাই,
স্থানে স্থানে এক একটি বনা রক্ষ। একদিকে একজন
মেঘপালক কতকগুলি মেঘ লইয়া ঘাইতেছে। একদিকে
মহিষের পাল বেগে চলিয়াছে। মিকটন্থ দুই একটা ভয়
রক্ষ হইতে কীট অথবা শস্য অন্বেষণার্থে পক্ষিরা এক এক
বার চুকবু চুকবু করিয়া জীকিতেছে ও রাখাল বিশ্রাম জন্য
মেঠো সুরে গান গাইতেছে। মাঠের উত্তরে একটি সরোবর—
পার্শ্বে বকুল ও কদম্ব রক্ষ জাহার ছায়ায় বসিয়া অন্বেষণচন্দ্র
ভাবিতে লাগিলেন।

স্বগণ, বন্ধু বান্ধব অনেককেই লোকান্তর গিয়াছেন, কিন্তু
লোকান্তর কোথায়? মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হয়? এ উপ-
দেশ না সফরেটিস, না প্লেটো, না ক্রাইস্ট, না পাল, না ব্যাস,
না উপনিষদ কিছুই দিতে পারেন। পাল বলেন রক্তমাংস
যুক্ত শরীর গেলে আধ্যাত্মিক শরীর হয়। হিন্দু শাস্ত্রের
প্রেরণা এই যে স্তূল শরীর বিগত হইলে লিঙ্গ শরীর হয়, কিন্তু
ইহা কি প্রকারে নির্ণিত হইবে? সহস্ররূপ যাহা দেখিলাম,
তাহাতে আত্মা যে স্বতন্ত্র তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান,
কারণ ঐ রমণির শারীরিক ভাব কিছুই দৃষ্ট হইল না।
অনেক অনেক যোগিরও এই ভাব দেখা যায়। তাহাদিগের
শরীরে অস্ত্রাঘাত হইলেও ক্রেশ কিছু মাত্র প্রকাশ হয় না।
মেস্মেরিজম এবং ক্লেবরএন্সতে শরীর মৃতবৎ হয়, অস্ত্র
প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র বেদনা হয় না ও ঐ অবস্থায়
আত্মা পরিষ্কার হইয়া মানা প্রকার অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করে।

বৈষ্ণব দাসের নিকট বাহা শুনিলাম তাহাতেও গৃঢ় ভাব।
 আত্মার অদ্ভুত শক্তি! যদি আত্মাকে জানা যায় তবে
 জীবনের সাকল্য—তবে ঈশ্বরের অতিপ্রায় দেদীপ্যমান—
 তবে পরকালে কি হইবে তাহাও জানা যায় ও ইহ
 কালে কি কর্তব্য তাহাও প্রাণপনে সাধন করা যায়,
 কিন্তু এ দৃঢ় ব্রত ঈশ্বরকে বিশেষরূপে চিন্তা না করিলে সম্পন্ন
 হইতে পারিবে না। উপাসনা নানা প্রকার করিয়াছি, বাক্য
 দ্বারা উপাসনাতে অভ্যস্ত ফল। আত্মার দ্বারা উপাসনা-
 তেই বিশেষ ফল, কিন্তু এরূপ উপাসনা বড় কঠিন। যাহা
 দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি, সে কেবল বক্তৃতাস্বরূপ।
 আত্মা বাহ্য বিষয়ে সংলগ্ন, উপাসনাতে বাহ্য ভাব আইসে।
 বাহ্য অতীত না হইলে আত্মার প্রকৃত উপাসনা হইতে
 পারে না। যাহা যাহা নানা স্থানেতে হইতেছে তাহাতে
 অবশ্য কিছু না কিছু ফল হইবে। যে সম্প্রদাই হউক কেহই
 নিম্ননীয় নহে। আপাততঃ অথবা কালেতে কিছু না কিছু
 উপকার অবশ্যই হইবে, কিন্তু কি গোপকল্প ও কি মুখ্য কল্প
 তাহা ধার্য্য করা অত্যাবশ্যক। এক ঈশ্বরকে উপাসনা করা
 এ দেশের সনাতন ধর্ম্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় এ দেশে এই
 ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়া ছিলেন,
 কিন্তু ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য তদ্বিষয়ে আপন মত ব্যক্ত
 করেন,—“ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পর-
 মেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতে কদাপি ভয় রাখিবেন
 না” *। পরলোক বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অল্প। চতুর্দশ

* বাঙ্গালার সংহিতোপনিষদের তাহা বিবরণের তুলিকার চূর্ণক।

বাখানের শেষে বলেন—“পরলোক নাই এরূপ নিশ্চয় হইলে লোক মির্কাহের উচ্ছন্নতা হইবেক”। ‘মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর বাহারা তাঁহার অনুগামী হইয়াছেন, তাঁহার অসীম আয়াস ও কেশ্বর পরায়ণত্ব দ্বারা দেশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহানিগের উপাসনা, উপদেশ ও সংগীতের দ্বারা আত্মদর্শিত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। তাঁহানিগের আপন আপন আত্মা অবশ্যই উন্নত, কিন্তু তাঁহার এ পর্য্যন্ত ভয় অথবা আশার অধীন হইয়া আত্মার পার্থিব ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞান প্রকার স্বর্গ ও নরক সংস্থাপন করিতেছেন। এ ভাব প্রাথমিক ভাব বটে, পরে বিলীন হইতে, কিন্তু কেশ্বর ভাবাভীত—ভাবাভীত না হইলে তাঁহাকে জ্ঞান যায় না। হে জগদীশ্বর! তবভাব হইতে পরিত্রাণ কর।

এরূপ চিন্তা করাতে অধেষণচক্সের আত্মা হঠাৎ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মানব কার্য সকল যেন ঐশ্বরিক নিয়মের অন্তর্গত দেখিতে লাগিলেন, যাহা হইতেছে তাহাতেই মজল, ক্রিয়াকাল পরে পাপ পুণ্যও সমজ্ঞান বোধ হইল। কুইই আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা—কুইই অস্থায়ী—কুইই আত্মা পরিচালনকারী। নয়নে হস্ত দিরা চম্‌কিয়া উঠিরা মনে করিলেন—একি খেরাল দেখছি না কি? যদি এরূপ সংস্কার হয় তবে ভয়ানক প্রকৃতি হইতে পারে। বোধ করি ঘ্রান করিলে মস্তিষ্ক শান্ত হইবে।

জ্ঞানানন্তর উপাসনার প্ররুত হইলেন, কিন্তু আত্মা বাহ্য বিষয়ে পরিপূরিত—কেশ্বরে সমাহিত হইল না। বহু চেষ্ঠায়

এক এক বার ছিন্ন হয় ও অবিলম্বেই সতত্ব না থাকিয়া অন্য ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়ে—ইহাতে ঘনে টেমরাশ উপস্থিত হইতে লাগিল, একাধা অসাধা—বুঝি আঘাত কপালে নাই। ঞ্চব, ঞ্চহাদ, কপীল, ও জড়ভরত মহাত্মারা একমনা ছিলেন—কি ঞ্চকারে তাঁহাদিগের অনুকরণ করি? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন—আত্মার হতাশার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে ইতি মধ্যে, তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সম্মুখে বাণী প্রত্য হইল। লোমাক্ষিত হইয়া এই কথা শুনিলেন,—

“অনু! হতাশ হইও না—তোমার ব্রত অসামান্য—বহু আশ্রমে সিদ্ধ হইবেক—কাল হইওনা—অহরহ প্রার্থনা কর।”

অম্বেষণ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতার জন্য শোক উপস্থিত হইলে পিতার গুণ সকল হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। শোক হউক, দুঃখ হউক, হর্ষ হউক, সকলই অস্বাভাবিক। শোক শীঘ্র বিগত হইলে আত্মার প্রকৃত অবস্থা উদ্দীপন হইল ও ঞ্চ অবস্থার আকৃষ্ট হইয়া নিমগ্ন হইয়া রহিলেন।

৭।—ভদ্রপুরে ভবানী বাবুর বাটীতে পতিভাবি-
নির আগমন এবং তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন।

ভদ্রপুরের ভবানী বাবুর অন্তঃপুর কন্যার। তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ সর্বদা সৎ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত, সদালাপ, সৎ চর্চা, মননশীলন, সৎ কর্মই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য।

যথাক্রমে ভোজনমানসের সকলে একত্রে বসিয়া আছেন। কোম না কোম কার্যো যমোন্যবেশ করিবেন, এমনত সময়ে একটা যুবতী স্ত্রী—যলীন বসনা ও দুঃখ-অঞ্জন-ময়নী আন্তে আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাটার গেহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে গা—কি নিমিত্তে এখানে আগমন? ঐ রমণী শীঘ্র উত্তর না দিতে পারিয়া কহিল—মা! আমার অনেক কথা—একটু বসিতে দিলে বলিতে পারি। গেহিনী তাহার মুখজোতি দেখিয়া হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। ঐ মহিলা এই উৎসাহ পাইয়া কিঞ্চিৎ ছিন্ন হইয়া আপন উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখ মা! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতার প্রচুর বিষয় ছিল। আমাকে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা বিশেষরূপে দিয়াছিলেন। যখন আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম তখন এক সুপাত্রকে আমার দান করেন। আমি পরম ধার্মিক। যদিও তাঁহার পিতা বিবরণর ছিলেন, কিন্তু পতির সাধু চরিত্র বিশেষ বৈভব জ্ঞান করিতাম ও হৃদয়ের স্নেহ ও প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিয়াছিলাম। মাথ সর্বদা কহিতেন তুমি আমাকে বড় ভাল বাস তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পকতা জন্ম উত্তরের আত্মা কেশরতে অর্পণ করিতে হইবেক। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থক্য সম্বন্ধ—এসম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায় সম্পাদ্য না হয় তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ

হইয়া পড়ে। তৃতীয় এই দ্বিত-জনক কথা পুনঃপুন
 ধ্যান করিয়া যেন করিতাম যে তিনি আমার নেতা—আমার
 সম্ভাপহারক। একই বার প্রেমের তত্ত্বিতে বিগলিত
 হইয়া তাঁহার চরণ সেবা করিতাম ও যখন ময়নবারি ধারণ
 না করিতে পারিরা তাঁহার পাদপদ্ম অভিষেক করিতাম,
 তিনি অমনি উঠিয়া মুদিত ময়নে ও করজোড়ে বলিতেন
 তোমার বে প্রেম ও তত্ত্বি ইহা তোমার আত্মার দ্বার খুলিয়া
 তোমাকে মুক্তি প্রদান করক। অনেক স্বামী আপন সুখজন্য
 স্ত্রীকে স্বার্থ ভাবে দেখেন আর হিন্দু শাস্ত্রে লেখে স্ত্রী
 স্বামী কর্তৃক ভাঙিত হইলেও স্বামিকে কোন ক্রমেই অবজ্ঞা
 করিবে না ও কেবল স্বামির সুখজন্য স্ত্রী জীবন ধারণ
 করিবে। যদিও এরূপ অভ্যাসে স্ত্রী মিসলা হরমা ও স্বার্থ-
 রাহিত্য ধর্ম যে প্রকারই হউক আত্মাকে উন্নত করে,
 তথাপি আমার স্বামী এক দণ্ডে আপন সুখের অথবা
 আপন প্রভুত্ব তৃপ্তিজন্য আমাকে জনরে ধারণ করেন
 নাই। স্বামীর অনুগম প্রকৃতি দেখিয়া আমার কিছু
 মাত্র কামনা ছিল না—কেবল তাঁহার সহিত বসিয়া আধ্যাত্মিক
 আলোচন, ও তাঁহার সৎ স্বভাবের অনুকরণ করিতাম। কাল
 ক্রমে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শশুর, শাশুড়ি সকলেই
 লোকান্তর গেলেন। জাতি বিরোধ বিভাতীর হইয়া উঠিল—
 তৃতী কলহ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিবর আশ্রয় রক্ষা করিতে
 অক্ষম হইলেন। অনেক জাল, মিথ্যাসাক্ষি ও উৎকোচের
 বলে তিনি বিষয়চ্যুত হইলেন। দরিদ্রতার আত্মার পরীক্ষা
 —তিনি এক এক বার উদ্মন হইতেন বটে, কিন্তু প্রায়

সর্বদাই শাস্ত্র থাকিতেন। যেখানে ভ্রাতাগণ ছিল সে স্থান পরিভ্রমণ করিয়া একটি কুঠীর ভাড়া করিয়া থাকিতাম। আমার এক পুত্র ও এক কন্যা হইরাছিল—অর্থাৎবে তাহা-
দিগের নামের গোপন করা অতিশয় কঠিন কোষ হইতে লাগিল। যে পল্লীতে থাকিতাম সে দরিদ্রের পল্লী, তিফাও সব দিন পাওয়া বাইত না, কিন্তু আমাদেরই অত্যন্ত এক প্রকার না এক প্রকারে টাটকা হইত। কোন উপায় না থাকিলে কখন কখন কোন দীনদয়াল ব্যক্তি ধামা কি অর্থ আমাদেরই কুঠীতে আসিয়া প্রদান করিত। ঈশ্বরের রাজ্য কিরণ নির্দোষ হয় তাহা কে বুঝবে! ততীয়া গভীর ভাবের ক্রমশঃ হৃদয়। পূর্বের ভক্তিপূর্বক বাক্য দ্বারা উপাসনা করিতেন, একদে কেবল আমাদের প্রতি দৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে বলিতেন আমাদের দিক! আমি অন্যান্যিও প্রকৃত উপাসক হইতে পারিলাম না। এক নিবসনস্থান পর তিনি বাহিরে গিয়াছেন ইতি মধ্যে কুঠীতে আগ্নে লাগিল। আমার পুত্র ও কন্যা শয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগকে কেহও রক্ষা করিতে পারিল না—তাহারা ও কুঠীতে বাহা ছিল সকলই অচিরে তদ্ব্যসায় হইল। আমি দূরে পুষ্করিণির নিকটে গিয়াছিলাম, সংবাদ পাইয়া বেগে আসিয়া দেখি-
লাম যে আমার সর্বনাশ হইরাছে। শোকে নিমগ্ন হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম—বাহাদিগকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম ও বাহাদিগের মুখোবলোকনে হৃদয়ের প্রেম উদ্ভাসিত হইত—তাহাদিগেরই দক্ষ দেহের সৎকার করিতে হইল। পত্নির জন্য অনেক তপ করিলাম—পাগলিমির

মার পল্লিতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তিনি এই সংবাদ শুনিরাহিলেন যে আমরা সকলে দক্ষ হইয়াছি অমনি বিবেক ও ঐবরাগ্যে পূর্ণ হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকের নিকটে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু কেহই কিছু বার্তা বলিতে পারে না। হতাশ হইয়া মনে করিলাম আমার জীবনে কি প্রয়োজন? যদি পতীকে পাই তবে জীবনধারণ করিব নতুবা অগ্নিতে অথবা জীবনে জীবন অর্পণ করিব। অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম—স্রীলোক বা পুরুষ হউক আপন ধর্ম রক্ষা আপনাই করে। আমি সর্বব্যাপী ঈশ্বর ও পতী ভিন্ন কিছুই জানি না—আর কিছুতেই আমার আশ্রয় ও সুখ নাই। যদিও যুবতী ও তত্ত্বকুলোদ্ভব কন্যা ও একাকিনী ভ্রমণ করা আমার বিধেয় নহে কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না। অষ্টৈশ্বর্য ও চাক্ষুশ্যে পরিপূর্ণ ও বাহ্য করিতেছি তাহা ব্যাকুলতা বশাৎ করিতেছি—পথপ্রাপ্তিতে বড় ক্লান্ত হইয়াছি এজন্য আপনার আশ্রয়ে আইলাম।

। গেহিনী এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া অক্ষপাত পূর্বক বলিলেন, মা! তুমি ধন্য, স্রীজাতিকে উদ্ভুল করিয়াছ—ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু স্থির হও। আমিও স্বভাব ভাবিয়া এমনতর স্থানে তত্ত্ব কর—যথায় ধর্মের অনুশীলন হইয়া থাকে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তিনি আপন শান্তি জন্য উপায় অবলম্বন করিতেছেন। মা! আমার আমার নামই অবলম্বন ও আমার নাম পতি-

ভাবিনী। এই কথা শুনিয়া কন্যা ও পূজবধুরা পরস্পর নয়ন মিলন করত তাম্বুল শোড়িত ওঠে একটু মৃদু হাস্য প্রকাশ করিলেন। গেহিনী তাহা গোপন জন্য বলিলেন, মা! তোমার নাম তোমার প্রকৃতি অনুসারে রাখা হইয়াছিল। অদ্য এখানে গ্রাম ভোজন কর, কলা ইচ্ছা হয় গমন করিও। কিছু কিছু দিবস অনুগ্রহপূর্বক এখানে থাকিলে আমরা তোমার সহবাসে উন্নত হইব।

রমণী বলিলেন—মা! এসব আপনার গুণে বল—আমি অভাগিনী—কাদ্মালিনী—শোকেতে দুঃখেতে জামশূন্য হইয়াছি। গেহিনী বলিলেন—অতিশয় অস্থিরতা ঈশ্বরের পূর্ব লক্ষণ। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া আত্মাকে শান্ত কর—তিনি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

৮।—জেকো বাবুর বাটীতে বাবু সাহেবের গমন ও তাঁহার পত্নির সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

জেকো বাবুর বাটীর দালানে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে—
 ছরে দই নিয়েআয়রে—সন্দেশ নিয়েআয় রে” এই শব্দ হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা প্রচুর ভোজন করিয়াছেন ও সরায় প্রচুর তুলিয়াছেন, এক্ষণে দই ও সন্দেশ মাখিয়া খাইবার হাপুস্ হপুস্ শব্দে বাটী কম্পবান্ হইতেছে। জেকো বাবুর পত্নী সরলা ব্রত উন্মাপন করণানন্তর উপবাসী রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে আহার করিবেন ইত্যাবসরে জেকোবাবু

ও বাবু সাহেব মস্ মস্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত—ভ্রাতৃগণ
 দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাম বেজালি ডাম বেজালি
 বলিয়া বৈঠকখানায় থাইয়া বসিলেন। জেঁকো বাবুর সর্ব-
 বিষয়ে জাঁক—বিদ্যা বিষয়ে জাঁক—বংশ বিষয়ে জাঁক—পন
 বিষয়ে জাঁক—মান বিষয়ে জাঁক। সম্প্রতি বাটীতে ভ্রাতৃগণ
 ভোজন দেখিয়া বাবু সাহেবকে বলিলেন—দেখ বন্ধু! এসব
 কিছুই মানিমা কিন্তু মান রক্ষার্থে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে
 হয়। বাবু সাহেব বলিলেন তা বটে কিন্তু বিশ্বাসের বিপরীত
 কার্য হইতেছে—ইংরাজেরা এমন রকমে চলে না আর
 এফণেও যদি তোমার স্ত্রী ব্রত নিয়ম হইতে কান্ত না
 হয়েন তবে আর তোমা হইতে কি হইল? জেঁকো বাবু
 রূপণ—বে প্রকারে ব্যয় অল্প হয় তাহাতেই তুষ্ট কিন্তু
 বাহু আড়ম্বর রাখা প্রয়োজনীয় এ জন্য বসিলেন—ভাই
 আমি অনেক বুঝিয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই—
 তুমি কিছু বুঝাও। বাবু সাহেব বলিলেন আমি প্রস্তুত
 আছি। সরলা আহা করিয়া তাম্বুল থাইতে ছিলেন।
 স্বামির নিকট হইতে সংবাদ গেলে বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ
 ঘরের চিকের আড়ালে দাঁড়াইলেন। জেঁকো বাবু বলিলেন
 বন্ধু তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবেন—মনোযোগ পূর্বক
 শুনিয়া উত্তর দেও।

সরলা বলিলেন—আমরা অবলা জাতি—তাপনাদিগের
 ন্যায় শিক্ষিত নই—উপদেশ পাইলে অবশ্যই উপকৃত
 হইব।

বাবু সাহেব বিধি বদ্ধভাবায় বড় পটু নহেন ও ইংরাজি

উচ্চারণ কথায় মিশাইয়া যায়—বলিতেছেন ভাল আপনারা এসব কাজ কেন করেন? ইংরাজদিগের বিবির! কেমন দেখ দেখি—তাহাদিগের ন্যায় কেন হওনা?

সরলা। আমরা কি বিষয়ে তাহাদিগের ন্যায় হইব? তাহারা খ্রীষ্টিয়ান—আপন ধর্ম অনুসারে কার্য করে। আমরা হিন্দু—হিন্দু ধর্মামুসারে চলি। ব্রত নিয়মাদি যাহা করি তাহা পারমৌকিক মঙ্গলার্থে করি ও এ সব করণে আত্মার আরাম পাই। কেবল শরীর সেবা ও বাহ্য সুখ ভোগ পশুবৎ কিন্তু আপনারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল কিছুই মানেন না। আমরা জ্ঞী জ্ঞাতি এই সবেতেই অধিক মনোযোগ। যে প্রকারেই হউক অন্তরের শ্রেষ্ঠতা সাধনা করিতে চাহি। ব্রত, নিয়ম, উপবাস, পূজা, দান ধ্যান ইত্যাদি সভ্যতাসের হেতুমাত্র—এ সকল কেন পরিত্যাগ করিব? সকলেরই স্বর্ণ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কেন না হইবে? তবে যদি বল এ সব পৌত্তলিক—ব্রাহ্মিকারা এ সব করেন না, তাহারা যাহা করেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যাহাতে আত্মার সংযম হয় তাহাই হউক।

বাবুসাহেব। কিন্তু ইংরাজের বিবির! ও ধর্ম কর্ম করিয়া থাকে ও তাঁহার আহার ব্যবহার, রীতি নীতিতে সম্পূর্ণ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সরলা। সভ্যতা কাহাকে বলে তাহা বুঝি না। তাহাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ—আমাদিগের এক প্রকার আহার ও পরিচ্ছদ কিন্তু আহার ও পরিচ্ছদতেই নুশীলতা ও উচ্ছতা হয় না। বে পর্য্যন্ত দেখিয়াছি ও

শুনিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যে যদিও এতদেশীয় অঙ্গনা-
গম পৌত্তলিক তাহার পৌত্তলিক হইয়াও অধিক আধ্যাত্মিক
—যাহারা বেশা তাহারাই ইন্দ্র ও পরকাল ভাবে ও
আত্মোন্নতি সাধন করে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা-
বতী ও গুণবতী হইতে পারেন ও তাহাদিগের আধ্যাত্মিক
ভাবে অভাব না থাকিতে পারে কিন্তু বাহ্য বিষয়ে
তাহাদিগের অধিক মন। একজন ইংরাজি বিবি অতি প্রসং-
শীয়—সকল পার্শ্বিক মুখ বিসর্জন দিয়া অগতের মঙ্গল জন্য
সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন। এতদেশীয় স্ত্রীলোক
দিগেরও আধ্যাত্মিক বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। কোন দেশের
স্ত্রীলোক পতির আত্মার সহিত সংমিলন জন্য সহায়ণ
যায়? কোন দেশের স্ত্রীলোক পতীরিযোগ জন্য ইচ্ছিত
মুখ বিসর্জন পূর্বক ব্রতচর্যা অনুষ্ঠান করে? আধ্যাত্মিক
নীতি বিশেষ দেশ ও জাতিতে বদ্ধ নহে। আধ্যাত্মিক
উন্নতি আধ্যাত্মিক অভ্যাসেই লব্ধ হইয়া থাকে। তবে
ছুঃখের বিষয় এই এ দেশের অশিক্ষিত বাবুরা হিন্দু মহিলা-
গণকে অতিশয় অমনাক্ষেপে বর্ণন করেন। ইহারা অধিক
বিদ্যাবতী না হইতে পারেন কিন্তু ধর্ম্যভাবে অশ্রেষ্ঠ নহেন।

আর একটি কথা যে গৃহ কদ্ধ থাকিতে ইহারা কিছুই
জানিতে পারে না, ইটিও ভয়। হিন্দু জাতীয় স্ত্রীলোকেরা গৃহে
কদ্ধ নহে। তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে অমান্য স্থানে গমন করেন
এবং পূর্বকালে ভীর্থে, সভায়, মৃগয়ায় বনে ও নাট্য শালায়
গমন করিতেন। যদিও হিন্দু মহিলাগণ অশুভপূরে থাকেন
তথাচ এক প্রকার না এক প্রকার ধর্ম্য কর্মে সদা রত ও কি

পৌত্তলিক কি অর্পোত্তলিক সাধনা বাহাই করেন তাহাতেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতি অবশ্যই হইয়া থাকে। বাহার ঈশ্বর উদ্দেশ্য তাহার কার্য ঈশ্বরের ভাব অবশ্যই ধারণ করিবে।

জৈকো বাবু। আমি তো এসব শিক্ষা করাইনে—কেমন করে জানলে?

সরলা। এসব পিতা কর্তৃক, ঘটনা কর্তৃক ও আত্মজ্ঞান সাধনে সংগ্রহ করিয়াছি। আপনকার নিকট হইতে কেনন পদার্থ নিদার অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছি। যদিও ঐ সকল সত্য নাস্তিক ভাবে প্রদত্ত কিন্তু আস্তিক ভাবে গ্রহীত ও ঐ সকল উপদেশ জন্য আমি সাতিশর উপকৃত। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আত্ম-প্রসাদ আপনাদিগের আত্মাতে প্রেরিত হউক যদ্বারা আপনাদিগের আত্মা অপর্যাপ্ত ভাবে পূর্ণ হইতে পারে।

বাবু সাহেব ও জৈকো বাবু নিকটর হইয়া থাকিলেন। সরলা নিদায় লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

২।—অশ্বেষণচন্দ্রের আত্ম চিন্তা, স্ত্রীকে স্মরণ ও পুনরায় মৃত পিতার বাক্য শ্রবণ।

এখন সামলাতে পারি না—এখন মন ধড়কড় করছে—একটু অন্তর শীতলতা বাহা হইয়াছিল তাহা বিগত। পিতার পবিত্র বাণী শ্রবণ করিলাম তচ্ছবনে প্রজ্ঞা ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ। যদি এ বাণী সত্য হয় তবে তো আত্মার

অনিমাশিত্ব অকাটা। পিতাকে স্মরণ করাতে আপন পত্নী ও পুত্র কন্যা স্মরণ হইতে লাগিল। দেহ ধারণ করিলে শোকাভীত হওয়া বড় কঠিন। নানা প্রকার প্রবোধ চিস্তিত হইল কিন্তু যখনই আত্মা-পার্শ্বিক ভাবের অধীন হয় তখনই নয়ন দিয়া আবণের ধারা বহে—বিশেষতঃ স্ত্রীর অনুপমেয় গুণ সকল হৃদয়ে জাগ্রত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি মুহূমান হইয়া রক্তের গুঁড়ির উপর ঠেসান দিয়া থাকিলেন। কিছুই আহাৰ হয় নাই—দিনমণি অন্তমিত হইতেছে—আকাশের পশ্চিম পার্শ্ব অপূৰ্ণ শোভাতে বিচি-
 ত্রিত—বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে—যেমন আশা অধিক হইলে তৈরশ্য তেমনি পরিশ্রম অধিক হইলে বিশ্রাম। নিদ্রার আগমন হইল কিন্তু হইবা মাত্রই যেন কেহ তাঁহাকে উঠাইয়া দিল—নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন—পিতার আলোকময় শাব্দ বদন সম্মুখে—ছুই চক্ষু প্রেমে গদগদ—পুঞ্জের ছুই চক্ষু উপরি স্থিত। আশ্বেষণ এই দৃশ্য দেখিয়া প্রেমে পূর্ণ হইলেন। পরে তাঁহার ভক্তি ভাব হইল—পরে শোক উপস্থিত হইল—পরে ভীত হইলেন তখন ঐ আলোকময় বদন অদৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া আশ্বেষণ বিচার করিতে লাগিলেন—বহু চিন্তা করিলে যশ্চকের দোন জন্মে—মাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহা অদ্ভুত। এই কি লিঙ্গ শরীর? যদি ইনি আমার পিতা হয়েন তবে অনুমান করি স্ত্রীকে অবশ্যই দেখিব কারণ তাহার নিমল ভাব আমার আত্মাতে অহরহ প্রেরিত হইত। “মাতাকে চিন্তা করিতেছ তিনি জীবিত আছেন”—এই দুনি তাঁহার

কর্ণ গোচর হইল। তিনি ইহা শ্রবণ যাত্রাই শিহরিয়া উঠিলেন ও নয়ন মুদিত করিয়া আত্মার আত্মার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। কনেক কাল পরে মনে হইল যদি পক্ষী জীবিত—তবে কোথায়? নিশ্চয় শুনিয়াছিলাম যে পুত্র ও কন্যার সহিত লক্ষ হইয়াছেন। বোপ হয় যেখানে থাকিতাম সেখানে নাই। যাহাই দেখরের ইচ্ছা তাহাই হইবে। ব্যাকুল হইলে কেবল চাঞ্চল্যের রহি।

১০।—লালবুকড়, জেঁকোবাবু ও বাবুসাহেবের মাঠেলমণ—সেখানে অশ্বেষণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আত্ম বিষয়ক কথোপকথন।

ঐকালে মাঠেতে লালবুকড় বেড়াইতেছেন। গ্রামের বেলজা ছোঁড়ারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। কেহ বলিতেছে—ও গো মহাশয় তুমি না কি ছুত নাবাতে পার? কেহ বলিতেছে আমার ছাতটা দেখে বলতে পার আমি কত দিন বাচুব? কেহ বলিতেছে আমার সহিত অমুকের আড়ি—ঐষধ দিয়া মিল করিয়া দিতে পার? লালবুকড় এক এক বার হুমকিয়া আসিতেছেন ও বলিতেছেন—না, বেটোরা বা, হামার সাথে টিটকারি। বাবুসাহেব ও জেঁকে বাবু মস্ মস্ করিয়া চলিতেছেন ও যাবতীয় বিদ্যার আবল চাকা রকম উল্লেখ করিতেছেন। অশ্বেষণচন্দ্র সম্মুখে—তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—বাবুর বিচিত্র গতি—ইনি এক জন আত্মাওয়াল—ক্রীষ্টিয়ান, মুসলমান

ও ত্রাঙ্গদিগের অপেক্ষা কিছু উচু চালে চলেন, মস্তিষ্ক ঠিক না রাখলে প্রমাদ ঘটে।

জৈকোবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে গা ?

অম্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা আমি দ্রমণকারী—অতি অভাজন ও অকিঞ্চন—মহাশয়দিগের মাম জ্ঞাত আছি কিন্তু আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি এজমা নিকট পৌঁছিতে পারি না।

জৈকোবাবু। আপনি নাকি আত্ম বিদ্যা ভাল জানেন ও ভূতপ্রেত আহ্বান করিতে পারেন ?

অম্বেষণ। আত্ম বিদ্যা অত্যন্ত জানি ও ভূতপ্রেত কি তাহা জানি না।

জৈকোবাবু। তবে আত্মা মানেম—পরকাল মানেম ? আমরা এসব কিছুই মানি না। কই?—আত্মা যে আছে তাহা দেখাও দেখি ?

অম্বেষণচন্দ্র। আজ্ঞা, আত্মা অবশ্যই মানি। যিনি আত্মা স্বতন্ত্র রূপে দেখিতে চান তাহাকে স্বয়ং যত্ন করিতে হয়। প্রমাণের কার্য নাই—আত্মময় না হইলে আত্মা দৃষ্ট হয় না।

জৈকোবাবু। সে আত্মময় তুমি নাকি ? মস্তিষ্ক ডাক্তার দ্বারা গৃহীত জামিন হইয়াছে ?

বাবুসাহেব। (স্বগত), “ডাম বেঙ্গালি ডাম বেঙ্গালি” !

(প্রকাশ্যে) চল, মিছে কাল হরণ কেন ? এদেশের লোকেরা গাছ অদ্ভুত ও অসম্ভাবিক তাহাতেই অনুরাগী। ইহারা কেবল আলেশার পশ্চাতে ধাবমান। আপনি কেশ্বর মানেম ? আপনি কোন দলস্থ ? অম্বেষণচন্দ্র শান্তভাবে তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

বাবুসাহেব। যুখ মেয়ে মানুষের মতন করা অনেক দেখেছি। অবাব দেও।

অন্বেষণ। আত্মার অস্তিত্ব সংস্থাপিত না হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হওয়া ভার। কার্যাকারণ বিবেচনার কতক দূর ধাৰ্য্য হইতে পারে কিন্তু মিলি আত্মার আত্ম। তাঁহাকে আত্মার দ্বারা ই বিশেষরূপে জানা যাইতে পারে। যদি আত্মা জানিতে চান তবে যে প্রকারেই হউক ঈশ্বর ধ্যান করণ। সেই ধ্যানেতেই আত্মা ক্রমে বিকশিত হইয়া পরমাত্মাজ্ঞ হইবে।

লালবুখ্‌কড়, হামি কি এই বাত হামেসা বলি, লেকেন এ বাবুরা বড় কাজেন। এন-লোক্কো দোরস্ত করনা হামার কাম নেহি। “কো মুখ কো দুঃখ দেতা হয় দেতা কর্ম্ম থাকো নোর।”

বাবুসাহেব। লালবুখ্‌কড় যে কি তাহা বুঝে উঠা ভার। আজ আমরা অনেক উপদেশ পাইলাম কিন্তু আমরা পাণী—আগে তাপী হই আবার আর একটা কথা কি ? আত্ম-প্রসাদ, আত্ম-প্রসাদ না অগম্যধের প্রসাদ ? দেখ আট্‌কে টাট্‌কে তো বাঁধতে হবে না ? আমাদের টাকা নাই।

অন্বেষণচন্দ্র বিনয় পূর্ব্বক উদ্যোগগামীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য মার্গে চলিলেন। বাবুসাহেব ও জেকো বাবু ডাম বেজালি, ডাম বেজালি ও কজ্‌ফজ্‌ বনিতে বনিতে ইং-রাজি রকবে গমনে করিতে লাগিলেন। লালবুখ্‌কড়ও প্রত্যা-গমন করিলেন। হোঁড়ারা পশ্চাতে হো হো করিতে আরম্ভ করিল। “না বেটরা না না বেটরা না”—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

১০।—পতিভাবিনির চিন্তা—ভ্রমণ ও

অন্তর আলোক প্রাপ্তি।

আজ্ঞার কি শক্তি! যত প্রকাশিত ততই প্রকৃত হিত সাধক। পতিভাবিনী পতিবিরহিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। যদিও রূপ, ঘোঁষন, লাবণ্য পূর্ণ কিন্তু তাঁহার মুখাবলোকনে আপামর সাধারণের সংস্কার যে এ রমণী কোন দেবকন্যা হইবে কারণ দেব জ্যোতিতে তাঁহার বদন ভাসমান। বাহাদিগের হৃদয় মলিন তাহারাও তাঁহাকে অশুদ্ধ ভাবে দেখে না! শুদ্ধতা অশুদ্ধতাকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। পথি মধ্যে পুরুষেরা তাঁহার প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যে মগ্ন থাকে। স্ত্রীলোকেরা কখন কখন জিজ্ঞাসা করে ও তিনি যথাবিহিত উত্তর দেন। শরীর অনাহারে ক্ষীণা—পনডল মৃত্তিকা ও বালুকায় আচ্ছাদিত—কেশ এলো—মুখচঞ্জিমায সময়েমের ন্যায় পতিত—ওষ্ঠ শুষ্ক, জ্বাকুলের বর্ণ—অস্তরের সাময়িক ভাব মুখ-দর্পণে নেদীপ্যমান। যে পল্লিতে তিনি গমন করিতেছেন, সে বেশা পল্লি। একজন সালকৃতা রসোল্লাসিনী অঙ্গনা এই গান গাইতেছে—

রাগিণী সোহিনি বাহার।—তাল আড়া।

হৃদি মোর জ্বলে সদা পতী বিরহে।

সব সুখ শেষ হল কাজ কি এ দেহে ॥

ধিক্ ধিক্ এ জীবন, কেন না হয় নিগম,

দাকণ যন্ত্রণা মোর আর কে সহে।

এই সংগীত শ্রবণে পতিভাবিনির বদন একটু হাস্যের

মাধুর্য্যে বর্ণাস্তুর হইল, ও তিনি মনে করিলেন যে বেশ্যার এ
 বিলাপ যদি কেবল পতী জন্য হয়, তবে এতাব প্রসংশনীয়।
 বেশ্যা যাঁহা গান করিতেছিল তাহা ভাব বর্দ্ধন জন্য নহে,
 কেবল চটক ও বাহু আন্দোলন জন্য সুতরাং ক্রমশঃ সং-
 গীতের কপট সাধুভাব তিরোহিত হইতে লাগিল। পতি-
 ভাবিনী তাহাতে মন আর না দিয়া পতিভাবিনী হইয়া
 চলিলেন। রাত্রি অন্ধকার—গিল্লিরব হইতেছে—বনরাজী
 উপরি পক্ষিরা খট্‌খট্‌ করিয়া পাখা নাড়িতেছে—শিবা সকল
 ছুয়া ছুয়া শব্দ করিতেছে—রাখাল হুঁকা হাতে চীৎকার করিয়া
 গান করিতেছে—“যদি শ্যাম না আলো আজু বিপিনে
 তবে কি করি সজনি”। পথিকের শ্রোত ভাঁটা পড়িয়াছে—
 কচিং এখানে ওখানে এক আদ জন লোক দেখা যায়—
 তিমিরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি। পতিভাবিনী চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়া
 ভীত হইলেন না। আত্মবলের মূল বল জগদীশ্বর। বাহ্যে
 হতাশ হইয়া অন্তর অবলম্বনে অধিক ইচ্ছা হইল ও যখন
 বাহ্য শূন্য ও অন্তর পূর্ণ তখন আন্তরিক উজ্জ্বলতা প্রকাশ
 পায়। পতিভাবিনী গমনে ক্ষান্ত হইয়া একটি ভগ্ন প্রাচি-
 রের পাশে বসিয়া আত্মা সমাধান করিয়া মাত্রই প্রচুর অন্তর
 আলোক পাইলেন ও ধ্যান যোগের দ্বারা পতী কোথায়—
 কি করিতেছেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার যে অসীম লাভ হইবে
 তাহা সমুদায় চিত্রপটের ন্যায় দেখিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও
 নিদ্রা কিছুই নাই—আত্মা শীতল—মনে হইল নাথ এই জনা
 আত্মবিদ্যা এত অনুশীলন করিতেন। এক্ষণে ব্যাকুল হইব
 না—কোন স্থানে দাঁড়াই হইবে ও কখন তাঁহাকে দর্শন

করিব তাহা সর্ব্বই আমিলাম। কর্তব্য এই যে, কোম স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মাকে উন্নত করি যে, পরে নাথের প্রকৃত পত্নী হইব। আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—
আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক।

১১।—অন্বেষণচক্রে আধ্যাত্মিক অভ্যাস ও ধীষ্টি-
য়ান, প্রাচীন ও উন্নত ব্রাহ্মের বিতণ্ডা শ্রবণ।

অন্বেষণচক্র সেই সরোবরের নিকট আসীন,—আধ্যাত্মিক
অভ্যাস করিতেছেন। স্থানটি নির্জন তথাচ অভ্যাসে মনঃ
পূত হইতেছে না। আত্মাকে এক ভাবে রাখেন আবার
তাবান্তর হইয়া পড়ে। মনঃসংঘম দীর্ঘকাল হওয়া কঠিন।
যে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃতি বিকশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নানা
তরঙ্গের আবির্ভাব ও ঐ সকল তরঙ্গ বাহ্য অথবা অন্তরের
কারণে উদ্ভিত। যাহা বর্ধন উদয় হয় তাহাতেই আত্মা আকৃষ্ট
ও যে তরঙ্গের দীর্ঘ ভোগ তাহারি প্রাধান্য ঐ কাল পর্য্যন্ত
পাকে। সম, বম, তিভীক্ষা অর্থাৎ বহিরিস্থির ও অন্তরেস্থির
দমন ও সহিষ্ণুতা এই তিমেরই অভ্যাস প্রয়োজনীয়, কিন্তু
এক কালীন অভ্যাসিত হইতে পারে না, ও কার্য্যক্ষেত্রে
না পড়িলে এ অভ্যাস কি রূপে হইতে পারে? যাহাই
ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করা যায় তাহাই আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু
অভ্যাসের তারতম্য আছে। যদি অন্তরভেদী অভ্যাস কার্য্য
বা ঘটনা দ্বারা না হয় তবে আত্মার আশ্রিত উন্নতি হয়
না, এবং ঈশ্বর জ্ঞান সামান্য ও সঙ্কীর্ণরূপে সামান্য

হত। যদি ঈশ্বর জ্ঞান বিশেষরূপে না হইল তবে জীবনই রূপ। ভগতে বাহ্য বিষয় লইয়া অনেক নীতি ও ধর্ম নির্দিষ্ট ও প্রচারিত হইতেছে ও তাহাতে যদিও আত্মার কিছু না কিছু উপকার হইতে পারে, কিন্তু বিবাদ ও বিরোধ প্রচুররূপে হইয়া থাকে ও হইবে। আত্মা মীমাংসাবে প্রামাণ্য। কখন সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ ও কখন দুয়ের অথবা তিনের মিশ্রিত ভাব ধারণ করে। কারণ উপস্থিত হইলেই তাবের ব্যতিক্রম। এরূপ পর্যা-লোচনায় বাস্তব—কিছুতে স্থির হইতেছে না, ইতিমধ্যে পৃথিবীর নিকটে তিন জন ব্যক্তি আগমন করিলেন। একজন প্রাচীন ব্রাহ্ম, একজন উন্নত ব্রাহ্ম, একজন খ্রীষ্টিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহারা তর্ক বিতর্কে উত্তপ্ত হইয়াছেন—স্বঃ মত ও বিশ্বাস রক্ষা করণে ব্যস্ত।

খ্রীষ্টিয়ান বলিতেছেন—ব্রাহ্মরা যাঁহা করিতেছেন তাঁহা আমাদের অনুকরণ। তাঁহাদিগের সমাজ আমাদের গির্জার নকল। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম আমাদের বাইবেলের নকল। পূর্বে তাঁহারা বেদ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া মানিতেন, এক্ষণে তাঁহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মধর্ম যাঁহা প্রকাশিত তাঁহা উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সংকলিত হইয়াছে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বাইবেলের তুল্য গণ্য হইতে পারে না। বাইবেল ঈশ্বর দত্ত—ব্রাহ্মধর্ম মানুষের নিষিদ্ধ।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা সাবেক ব্রাহ্ম ধর্ম সঙ্গীর্ণ জ্ঞান করিয়া বাহ্য ব্রাহ্ম ধর্ম করিতেছি। আমরা অনুষ্ঠান

বিষয়ে শিখিল নছি, যাহা আমাদিগের বিশ্বাস সেই অনু-
যায়ী কার্য্য করি।

খ্রীষ্টিয়ান। এটি বড় ভাল বলি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কি?
আপনারা স্বর্গ, মরক, পুরস্কার ও নও মানেন, আত্মাকেও
অমর বলিয়া জানেন—খ্রীষ্টের শরণাগত না হইলে কিরূপে
পরিত্রাণ হইবে? প্রভু জগতের হিতার্থে আপনার জীবন
অর্পণ করিয়াছেন। তিনি দয়ার সাগর—ঈশ্বরের অংশ।

উন্নত ব্রাহ্ম। আমরা খ্রীষ্টকে অতি উচ্চ জ্ঞান করি।
তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দিবসে আমরা বিশেষ উপাসনা
করিয়া থাকি।

খ্রীষ্টিয়ান। প্রভুর প্রতি যে তোমাদিগের এত ভক্তি
তাহা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি তোমা-
দিগের প্রতি রূপা করণ।

প্রাগৈন ব্রাহ্ম। আমরা কেবল ঈশ্বরকে ধ্যান করি ও
যতদূর তাঁহাকে বুঝি ততদূর তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা
করি। আপন আপন শাস্তি রক্ষা করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান
করিতে পারি তাহা করি কিন্তু আমাদিগের প্রধান অনুষ্ঠান
উপাসনা।

উন্নত ব্রাহ্ম। তাহাকে অস্বীকার করে? কিন্তু গোঁপ খেজুরে
হয়ে থাকা কি যায়। খেজুরটি গোঁপে আছে—আছেই—
কেহ না মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না। একি
ভাল? এইরূপ নানা প্রকার বিভণ্ডা করিতে করিতে
তাঁহার চলিয়া গেলেন। অশ্বেষণচন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া
আজ্ঞার শাস্ত ও অশাস্ত্যাব চিস্তনে নিমগ্ন রহিলেন।

১২।—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ছোটলোকদিগের শিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন।

বাবু সাহেবের বাটীতে জেঁকো বাবুর আগমন। দুই জনে মেজের উপর পা দিয়া মন্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক গ্রাস—দুই গ্রাস হইতে হইতে বোতল সাঙ্গ হইল। বাবু সাহেব। শুনছি ইতর লোকের শিক্ষা অন্য পাদ্রিরা বড় গোল করিতেছে। তা হইলে চাকর বাকর পাওয়া ভার।

জেঁকো বাবু। ব্রাহ্মদিগের প্রচারের অন্য খ্রীষ্টিয়ান হওয়া প্রায় বন্ধ। পাদ্রিরা তদ্রূপ লোক না পাইয়া ছোট লোক দিগকে লক্ষ্য করিতেছে—তাহারা অল্প শিখিবে ও শীঘ্র কাঁদে পড়িবে।

বাবু সাহেব। তা যা ইউক—ছোট লোকদের লেখাপড়া শেখান কি উচিত?

জেঁকো বাবু। কি লাভ? একেই রেল হইয়া লোক জন পাওয়া ভার ও সকলের বেতন অধিক হইয়াছে, তাতে ছোট লোককে লেখা পড়া শিক্ষা দিলে তাহারা ওমরে কেটে মরবে। দেশ উন্নতি করিতে গেলে অগ্রে উচ্চ শ্রেণী ও মধ্য শ্রেণীতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। নিম্ন শ্রেণী আপনি আপনি বিদ্যার জল সেচন পাইবে। দেখ বিলাতে এ প্রথা বড় নাই—পুরুষিয়া প্রভৃতি দেশে আছে।

বাবু সাহেব। আমারও এই মত ছিল কিন্তু দুই এক বিজ্ঞ লোকের সহিত বিবেচনা করিতে মতের ভিন্নতা হইয়াছে। আমরা যাহা বলি তাহা আপনাদিগের গরজে বলি।

বিদ্যা শিক্ষা দিলে যে ছোট লোকদিগের অবস্থা উন্নত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল হইলে দেশের অবস্থা ভাল হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিতে হানি হইতে পারে না—মঙ্গল হইয়া থাকে। ঈয়োরপীয় যে যে দেশে সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে সে সব দেশের সাধারণ উন্নতি হইয়াছে। তবে আমরা মিছে কেন আপত্তি করি? ছোট লোক হইলেই দাসস্বরূপ গণ্য হইবে তাহা ভ্রম বিচার হয় না। ছোট লোকও বিদ্যা বলে উচ্চ হইতে পারে। উচ্চতা জ্ঞানে হয়—অবস্থায় হয় না। ধর্মাদর্শ বিষয় অল্প কথা। যাহার যে শ্রেষ্ঠ সে সেই ধর্ম অবলম্বন করিবে।

জৈকো বাবু। দশএক জারি অবধি প্রজা ডাকলে আই-সেনা। লেখা পড়া শিখলে কি মিত্রার আছে?

বাবু সাহেব। এটিও আপনাদিগের গরজের কথা। সে প্রজা আপন দেনা না পরিশোধ করে তাহার জন্য আদা-বতে নালিশ হইতে পারে। আর এ আপত্তি অল্প লোকের উপর বর্তে—অধিকাংশ প্রজার উপরে খাটে না। আমা-দিগের সকলের অবস্থা যাহাতে ভাল হয় তাহা পরস্পরের চেষ্টা করা উচিত।

জৈকো বাবু। আমার মতে পাঁচ জন পণ্ডিত হওয়া ভাল—একশত জনের অল্প শিক্ষা কিছু নহে।

বাবু সাহেব। দুইই চাই, পাঁচ জন পণ্ডিত এক প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারে ও একশত জন অল্প শিক্ষিত লো-কেও এক রকম না এক রকম উপকার করিবে।

জেকো বাবু। তবে এ বিষয়ে তোমার সহিত ঐক্য হলো না—আর একটা বাতল খোল।

১৩—পতিভাবিনির ভ্রমণ—দুর্গোৎসব দর্শন ও
ব্রাহ্মণিকে স্বামি বশীভূত করণের উপদেশ
দেওন।

পতিভাবিনী অস্তরের আলোক পাইয়া শীতল হইলেন—
প্রভাতে উঠিয়া চলিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে এক উদ্যানে
উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে স্নান আত্মিক ও যৎকিঞ্চিৎ
আহার করিলেন। বাগানে কাহাকেও দেখিতে পান না—
কেবল চতুর্দিকে নানা জাতীয় পুষ্প—নানা প্রকার রসাল
ফল। যদিও তদদর্শনে চক্ষু কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু
তাঁহা শীঘ্র তিরোহিত হইল কারণ ভর্তার ন্যায় তাঁহার একই
প্রকার অভ্যাস—বাহ্য ও অন্তর সদা স্তব্ধ থাকিবে তাহা না
হইলে আত্মা প্রকৃতরূপে বর্দ্ধিত হয় না। দুর্জনাধিকারিরা
বাহ্য লইয়া অন্তর বর্দ্ধন করে। সবলাধিকারিরা অন্তর লইয়া
অন্তর বর্দ্ধনে নিযুক্ত থাকেন। উদ্যান হইতে আসিয়া
পরদিবস এক গ্রামে উপনীত হইলেন। দুর্গোৎসবের কোলা-
হল। ব্রাহ্মণদিগের বাণীর মহিলারা প্রাতঃস্নান করিয়া
পাকশানায় নিযুক্ত আছেন—অন্ন ব্যঞ্জন ছুঃখি ও দরিদ্র
লোকদিগকে খাওয়াইতেছেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের আশ্বাস
--পরিশ্রম পরিশ্রম বোধ হয় না, এবং সকলে মিলিয়া দেবীর
নিকট পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছেন। পতি

ভাবিনী পৌত্তলিক উপাসনা বড় দেখেন নাই ও যদিও বাহ্যের প্রতি অল্প মনোযোগ ও অন্তরের প্রতি অধিক লক্ষ্য কিন্তু এক্ষণে বাহ্য কারণ বশাৎ স্ত্রীলোকদিগের দয়া ও ভক্তি দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। সেখান হইতে গমন করিয়া এক আচার্য্যের টোলে উত্তীর্ণ হইলেন। আচার্য্য জ্যোতিষ বেত্তা—অনেকের নক্ষত্র গণিত ফলাফল বলিতেছেন—অনেকের কোষ্ঠি করিয়া দিতেছেন—অনেকের মুখে কোন ফুলের অথবা নদীর নাম শুনিয়া তাহাদিগের অবাস্তব মানস ব্যক্ত করিতেছেন। পতিভাবিনী নিকটে ঘাইয়া প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কি মানস তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক। আচার্য্য তাঁহার মুখোচ্চারিত একটি নদীর নাম লইয়া গণনা করিয়া বলিলেন—যা! তোমার মানস পতী—তুমি সাধু স্ত্রী। যাহা বাঞ্ছা করিতেছ তাহা সিদ্ধ হইবেক। পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্লান্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বাটীতে নাই। ব্রাহ্মণী পাক করিতেছেন। তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া সেখানে বসিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন আনার পরম ভাগ্য যে আপনি এখানে আসিয়াছেন। খিড়কির পুকুরিণির জল ভাল আপনি শ্রাম করণ ও আমার হস্তে যদি থাইতে অভিকচি না হয় তবে স্বয়ং পাক অথবা জলযোগ করণ। ঘরের গাইয়ের নির্জল দুগ্ধ আছে—ভাল মুড়ি ভেজে রাখিয়াছি, কামিনি ধানের চিড়াও আছে—বাগানে আক হইয়াছিল তাহার টাটকা

গুড় ঠাকুরদের দিয়া রাখিয়াছি—গাছে রজ্জাও আছে, কর্তা বড় যত্নে এ রজ্জার গাছ আনিয়া পুতিয়াছেন।

পতিভাবিনী বলিলেন—মা ! তোমার মিষ্ট বাক্যোভেই আমার ভোজন হইল। আমি তোমার কন্যার স্বরূপ—তোমার পাতে খাইতে পারি, হাতে তো অবশ্যই খাইব।

ব্রাহ্মণী। আমার পোড়া কপালের দশা ! পাতে কেন খেতে যাবে ? মা ! অঙ্গমণ্ডল মধ্যোই তোমার ভাল স্বভাব দেখিয়া বড় তুষ্ট হইয়াছি—ভোজনের পর কিছু মনের কথা বলব। তেপান্তর মাঠে পড়িয়া রহিয়াছি—মনটা গুম্বরে গুম্বরে উঠে। এমন ব্যথার ব্যথী পাইনা যে তার কাছে মন খালাস করি।

ভোজনের আয়োজন বিলক্ষণ হইয়াছিল। রাঁজুনি পাগল ধানের অন্ন—উচ্ছে ভাতে, পটল ভাতে, বেগুন পোড়া, মটে খাড়া, বড়ি, খোড়, চূনচিংড়ি দিয়া চচ্চড়ি, কৈলাছ ভাজা, পোনামাছের ঝোল, বাটামাছের আদল, ঘন দুধ, চাঁপাকলা ও জমাট একোগুড়।

আহারের পর দুইজনে তাম্বুলগ্রহণ করিয়া শীতল পাটিতে শয়ন করিলেন। পতিভাবিনী ক্রমশঃ আপন হৃদয় সংক্ষেপে বলিলেন। ব্রাহ্মণী শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন—মা ! তুমিতো সামান্য মেয়ে নও—তোমাকে দেখলে পুণ্য হয়। আমার যেমন পোড়া কপাল তা কি বলব ? আমি আছেন—এইমাত্র। লম্পট, জোরারী ও মদোমাতাল। হাতে ধরেছি—পায়ে ধরেছি—ঝাড়ম, মস্ত্র, ঔষধি কিছুই বাকি করি নাই কিন্তু কিছুতেই বশ করিতে পারি নাই। ঘরে এলে

বেন পোশা পাখী-দ্বার পার হলে শিকুলি কাটা টিয়ে।

পতিভাবিনী। আপনার চুঃখের কথা শুনিয়া বড় চুঃখিত হইলাম। বাহু সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণে পতী বশীভূত থাকেন। অন্তরের মিলন না হইলে পরস্পর আবদ্ধ হয় না। অন্তরের নানা ভাব কিন্তু মূলভাবের বর্জন হইলে অন্যান্য ভাবের মিলন আপনা আপনি হইয়া পড়ে। অন্তরের মূলভাব ঈশ্বর চিন্তা ও তাহাঁতে আত্মা সমাধান করা। আপনারা পূজা আত্মিক করিয়া থাকেন?

ব্রাহ্মণী। বাটীতে বিগ্রহ আছেন ও আমরা কোশাকুশী ও হরিদামের মালা লইয়া গুরুমন্ত্র জপি—কর্তা সব দিন সমভাবে সন্ধ্যা আত্মিক করেন না—সর্বদাই ব্যস্ত।

পতিভাবিনী। আপনার কৌশলের দ্বারা ধর্ম্মপথে তাঁহার মন আকর্ষণ করা কর্তব্য। এ কার্য্য বহু পরিশ্রমে হইবে। প্রথম প্রথম বড় কঠিন বোধ হইবে কিন্তু এই লক্ষ্য সর্বদা মনে রাখিলে নানা প্রকার উপায় আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। যে উদ্দেশ্যেই আমরা মগ্ন থাকি সে উদ্দেশ্য অম্প বা অধিক ভাগেই হউক অবশ্যই সিদ্ধ হয়। প্রথম কার্য্য এই যে প্রকারেই হউক দুইজনে একত্র হইয়া আত্মিক ও সন্ধ্যা করিবেন। আপনি ঈশ্বরের প্রতি যত উচ্চভাব প্রকাশ করিবেন তাঁহাকে তত আকর্ষণ করিবেন ও তিনি তত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবেন।

১৪।—অশ্বেষণচন্দ্রের নানা প্রকার উপাসনা শ্রবণ;
আত্ম বিচার ও মৃত পিতার বাণী শ্রবণ।

রবিবারে গির্জা খুলিল—পাদ্রি পুন্পিটে গৌন পরিয়া বাইবেল লইয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নর নারী একত্র বসিয়া ভজনা করিতেছেন—সকলেরই হাতে বাইবেল, সকলই ভক্তিভাবে বসিয়াছেন। উপাসনার যে প্রণালী আছে তাহা সাদ্ধ হইলে, পাদ্রি এক সন্মত অর্থাৎ বক্তৃতা করিলেন ও অবশেষে সত্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম বিস্তীর্ণ হওন জন্য প্রার্থনা করিলেন। উপাসনা বাহা হইল তাহাতেই কয়েক কাল জন্য সকলের আত্মার আরাম অবশ্যই হইয়া থাকিবে।

পরদিবস প্রাচীন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা হইল। আচার্য্য ও উপাচার্য্যেরা প্রণালীপূর্বক ভজনা করিলেন ও আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন যে সত্য ব্রাহ্ম ধর্ম দেশে, প্রদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হউক। সকল উপাসক ভক্তিভাবে কিছু কাল যাপন করিলেন।

পরদিবস উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে ঐ প্রকার উপাসনা ও প্রার্থনা হইল ও তার পর দিবস মসজিদেও ঐ রূপ উপাসনা ও প্রার্থনা হইল।

অশ্বেষণচন্দ্র সকল উপাসনা ও প্রার্থনা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনা সিদ্ধ হইবে, সকলেই আপন মত ও বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা ও প্রার্থনা করে কিন্তু মত বিশ্বাসের সত্যাসত্য কি রূপে ধার্য্য হইবে? মত

বিশ্বাস সংস্কার সম্বন্ধীয়—আত্ম সম্বন্ধীয় নহে। মনেতে নানা সন্দেহ—সিদ্ধান্ত এক একবার উপস্থিত হইতেছে কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারি না। একটা বিষয় স্থির করিতে গেনে অন্য বিষয় অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। সকলের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করা সুকঠিন। আরো ভ্রমণ, দর্শন, চিন্তন ও নিখিধ্যাসনের আবশ্যক। যাহাতে মন একাগ্রভাবে থাকে তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে ইউক অবশ্যই লব্ধ হইবে। আত্মা এখনও বড় দুর্বল—আত্মা আত্মাতে রমণ করে না—আত্মাতে পতিতাবিনী সর্বদা উদয় হইতেছে। যদিও তিনি অতুল্য বনিতা কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে আমার মুগ্ধ হওয়া দুর্বলতা।

এই বলিতে বলিতে পিতার জ্যোতির্ময় সহাস্য বদন সম্মুখে দেখিয়া এই বাণী শুনিলেন “অভেদী রম্মা পর্বতো-পরি আছেন—তাঁহার নিকট যাইয়া সার জ্ঞান লাভ কর।”

নিমিষ মাত্রে ঐ শান্ত মূর্তি অপ্রকাশ হইল। হা পিতঃ যো পিতঃ বলিয়া অশ্রুধর যোহেতে মুগ্ধ হইলেম ও বার বার প্রণাম করত বলিলেন—পিতঃ কৃপা করিয়া আর একবার দেখা দেও কিন্তু আর কিছুই প্রকাশ হইল না। অনেকক্ষণ চতুর্দিক দৃষ্টি করত বসিয়া রহিলেন অবশেষে তাঁহার মনে পিতার ও জীব শোক প্রবাহিত হইতে লাগিল ও তিনি রোক্তমানাণ ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিলেন।

১৫।—জৈকো বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ—বাবু সাহেবের বিবাহের উদ্যোগ ও তৎকাল ও ভ্রাতার মৃত্যু শ্রবণে আত্মা বিদ্যা চিন্তন—মনের পরিবর্তন ও অন্তঃকরণের উপদেশ।



জৈকো বাবুর বাঁটাতে বড় বিপদ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্বর বিকারে মুমূর্ষু। শরীর হিম—নাড়ি ক্ষীণ—স্পন্দ রহিত ও জ্ঞান অস্পষ্ট আছে। সরলা ঈশ্বর ধ্যানে যে পর্য্যন্ত ঈর্ষ্যাবলম্বন করিতে পারেন তাহা করিতেছেন কিন্তু পুত্রের আত্মা অন্তর্মিত দেখিয়া মোহের প্রবল গুরুত্রে মুহমান হইতেছেন। যখন অস্থিরতা জীবনের জীবন তখন সজীব বাক্য মুকঠিন—তখন আত্মা প্রগিড়ীত, মৃতমূর্ত্তি: ভাবা-স্তুর—কখন আশা, কখন হতাশা, কখন ক্ষোভ, কখন শোক, নানা প্রকার ভাবে আন্দোলিত হয়। স্বামী ও বাবু সাহেব নিকটে আছেন—বিধি করিতেছেন ইংরাজি চিকিৎসাই করিতে হইবে—দৈবদার। হাতুড়ে। দুই এক জন আত্মীয় বলিল—ইংরাজি চিকিৎসা অনেক হইয়াছে—কিছুই বিশেষ হয় নাই। একগুণে এক জন জোনাপন্ন কবিরাজ আনাহইয়া দেখান। এই বিচার হইতে হইতে বালকের দুই চক্ষু স্থির হইল ও সকলের বোধ হইল নয়ন দিয়া আত্মা বিগত হইল। জননী পুত্রের মুখ চুম্বন করত রোদনে অস্থির হইলেন। পিতাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। বাবু

সাহেব তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। পর দিবস
 প্রাতে বাবু সাহেব আইলে জেঁকো বাবু বলিলেন—পুলের
 মৃত্যু দেখিয়া আত্মার অস্তিত্ব কিঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়।
 সমস্ত রাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি—শেষরাতে একটু
 তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় পুলের শাস্ত্র বদন দেখিলাম
 —আমাকে বলিতেছে—“পিতঃ দেহ ত্যাগ করিয়া সুখে
 আছি।” এ কি চমৎকার!

বাবু সাহেব একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন এ স্বপ্ন, নতুবা
 মস্তিষ্ক পরিষ্কার ছিল না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এ
 সব গ্রহণ করিতে পারি না। এক্ষণে এই গোলযোগ সর্ব-
 দেশে হইতেছে—কিন্তু এ সকলই অলৌক ও কেবল ভ্রম
 ও প্রতারণা জনক।

জেঁকো বাবু। যদিও ঈশ্বর মানিনা তথাচ তাঁহাকে একটু
 ধ্যান করিলে শোক অল্প বোধ হয়।

বাবু সাহেব। সুতরাং এক চিন্তা কি এক ভাব ত্যাগ করিয়া
 অন্য চিন্তা কিম্বা অন্য ভাব আনিলে পূৰ্ণ চিন্তা কি পূৰ্ণ
 ভাব অবশ্যই বিগত হইবে।

জেঁকো বাবু। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা মিষ্ট বোধ হয়।

বাবু সাহেব। তা আমি জানি না—নিকটে সেই আত্মা-
 ওলা আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর।

বাবু সাহেব অন্যান্য আলাপ করিয়া গমন করিলেন।
 তাহার পর অবেষ্ণ আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত।
 যদিও জেঁকো বাবু তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন তথাচ শোকেতে
 ত্রিয়নাগ হইয়া সমানর পূৰ্ণক আহ্বান করিলেন।

অদ্বৈবণ নিকটে বসিয়া বলিলেন আপনার পুত্রের
 নিয়োগ সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আসিতেছি। মহাশয়
 দানী, বিবেচনা করিলে আত্মার বিনাশ নাই—জীবনে
 মরণ ও মরণে জীবন এইই আত্মার শিক্ষা। শোক, দুঃখ
 যাহা ঘটে তাহাতে আত্মা বলীয়ান হয় ও আত্মা বলীয়ান
 হইলে শোক, দুঃখ হইতে অতীত হয়। এক্ষণে ঈশ্বরকে
 পূজা করিয়া আত্মাকে উন্নত করুন।

জৈকো বাবু। আত্মার অস্তিত্বের প্রতি আমার একটু
 বিশ্বাস হইতেছে।

অদ্বৈবণ। আপনার আত্মা দ্বারা যাহা লাভ করিবেন
 তাহাই সত্য। প্রথম প্রথম আত্মা দ্বারা অল্পই লব্ধ হইবে।
 জ্ঞাত না যোগ্য হইলে স্রেয় প্রাপ্ত হয় না। আপনি শাস্ত্র
 হইয়া বিবেচনা করিবেন।

লোকের বিপদ ঘটিলে আত্মীয়রা সামাজিক প্রথানুসারে দুই
 একবার আসিয়া সাস্তুনা বাক্য কহিয়া থাকে ও যাঁহারা
 দুঃখিত হইয়া আইসে তাঁহারাও কালেতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।
 লাভ ও স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এক জনের দুঃখ মোচন জন্য
 অন্য এক জনের নিরন্তর বাসনা ও শ্রম অতি অসাধারণ।
 জৈকো বাবু বড় শোক পাঁইয়াছেন—হৃদয় একেবারে ভগ্ন
 হইয়াছে—সকল বন্ধু বান্ধবের গমনাগমন স্বগিত—বার
 মাছেবেরও আসা যাওয়া অল্প ও বহু ব্যবধান পর,
 কিন্তু অশেষশচন্দ্র প্রতি দিন অশেষণ করিতেছেন ও তিনি
 মাগ্ন কছেন তাহা! জৈকো বাবুর উদ্বোধক ও হৃদয়ভেদী।
 জৈকো বাবুর আত্মার জড়তা বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি

অন্বেষণের ঐদার্যা ও নম্রতা দেখিয়া আপন মালিন্য ও
অপ্প জ্ঞান বুঝিতে পারিতেছেন।

কিছু দিনের পর অন্বেষণ কিছু কৃতকার্য হইয়া সেখান
হইতে বিদায় লইলেন।

পথি মধ্যে বাবু সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—কেমন আমার বন্ধু কি আজ্ঞাওলা হইয়াছেন?
—আমি খাতিরে কোন কর্ম করি না—কি জান—প্রকৃষের
মেয়ে মানুষের ন্যায় শোক করা ভাল নয় ও শোকে পড়িলে
ভ্রমে পড়তে হয়।

এই কথা বার্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন চাকর এক
চিঠী ও ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার হস্তে দিল।

বাবু সাহেব চিঠী পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার
বদনে রক্তের ছোব দেখা দিল ও তিনি আপন সরল স্বভাব
হেতু আহ্বানেতে বলিলেন—বুঝি এত দিনের পর এক ইং-
রাজি বিবির সহিত আমার বিবাহ হইল।

অন্বেষণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বিবাহের ঘটক কে?

বাবু সাহেব। (স্বগত ডেম বেঙ্গালি! ডেম বেঙ্গালি!)
(প্রকাশ্যে)—তোমরা এসব বুঝ না—তোমরা আপনারা বিবাহ
কর না—বাপ মায়ে দেওয়ায়। ইংরেজরা দেগে শুনে বিবাহ
করে। এফণে মন অস্থির—কথা কহিবার অবকাশ নাই—
“ওড্ বায়”—সেলাম।

সংসারের বিচিত্র গতি—কাহার শোক—কাহার হর্ষ—কাহার
উন্নততা—কাহার শান্তি—কাহার উন্নতি—কাহার দুঃখ—
কাহার সুখ!

যাণে একেবারে চিচিকার হইল যে বাবু সাহেব এক টেসের মেয়েকে বিবাহ করিবেন। হাত টেপাটিপি—মধু বাকোর লিপি লিখন—উপচোকন—পরিবর্তন—আত্ম অর্পণ—সবই হইয়া গিয়াছে। বর কনে দুই জনেই অস্থির—দুই জনে সদা একত্রিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত ভাবী সুখ জন্য প্রেম নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে কনের পিতা এই সংবাদ শুনিয়া বিদেশ হইতে শীঘ্র আসিয়া কন্যাকে বলিল তুমি যদি বাদ্মালিকে বিবাহ কর তবে তোমার মুখ দেখিব না। বর ভয়ানক হইয়া প্রেম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন—চিটী পত্র লেখা বন্ধ—বৈকারিক অবস্থার বৃদ্ধি—কাহার সহিত আলাপ করেন না, কাহার নিকটে বান না—কেবল ক্ষুদ্র হইয়া গুম অন্তরের মাগ বিছানায় পড়িয়া থাকেন। এ রোগের ঔষধ কি—কেবল এই ভাবেন। এক দিবস প্রাতে এক খানি ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন ডাকের পেয়াদা এক খানি পত্র আনিয়া হস্তে দিল—পত্র পড়িয়া মাত্রই রোদন করিয়া উঠিলেন—ঠাঁহার অনুজ সাহোরে ছিলেন হঠাৎ ওলাউঠা রোগে ঠাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ সেখানকার কোন বন্ধু লিখিয়াছেন। চিত্তের পূর্ক ভাব নিগত হইয়া একগুণে ভ্রাতৃ শোকে সাতিশয় কাতর হইলেন—আর কি ভায়াকে দেখিতে পাইব না! এই আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন ও গ্রন্থকর্তারা আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বাহা লিখিয়াছেন তাহা নিয়ত পাঠ করণ-নস্তুর পুনঃপুনঃ এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া জেঁকোবাবু নিকটে আইলেন। পূর্ক দুই

জনে একত্র হইলে তাঁহারা দম্বে ও স্পর্দ্ধাতে কথাবার্তা
 করিতেন এক্ষণে দুই জনেরই আন্তরিক বিকার অনেক খর্ব্ব হই
 যাচ্ছে—আত্মার উগ্রতা শোক ও দুঃখে হ্রাস হয় ও হ্রাসের
 সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়। বাহ্য রাজ্য ও অন্তর রাজ্য
 এক নিয়মেই নির্বাহিত হয়। এক ভাবের আধিক্য হইলে
 অন্যের আগমন। সকল ভাবেরই সীমা আছে। যাহা
 সীমাভীত তাহারই বিনাশ। কখন আধ্যাত্মিক বলে ভাবের
 বিনাশ, কখন প্রবলতর অন্য কোন বাহ্য ভাবের উদয়ে পূর্ব
 ভাবের হ্রাসতা কিম্বা সম্পূর্ণ অদর্শন। দুই বাবুই শোকে
 মগ্ন—এক জন পুত্র শোকে, এক জন ভ্রাতৃ শোকে চঞ্চলিত।
 বাহ্য বিষয়ক কথা অবশ্যই অগ্নি হইতেছে। এক জন
 বলিতেছেন—যদি বিয়োগের পর আত্মা থাকে, তবে সে
 আত্মা কি করে? অন্য এক জন বলিতেছেন যদি থাকে
 তবে অবশ্যই প্রকৃত উপযোগী কার্য্য করে। শুনিয়াছ
 কেহ কেহ কোন কোন আত্মীয়ের আত্মার সহিত কথোপ-
 কথন করিয়াছে—এ যদি সত্য হয় তবে বড় ভাল, তা
 হইলে অনেক সাধুনা পাশ্র্য়া যায় ও যত্না ভয় বিগত হয়
 কিন্তু প্রত্যেক প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না—অমূলজ্ঞান
 করণে হানি মাই—উপকার আছে।

১৬ :—উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারকের উপদেশ ও বিচার ।

উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক—বাহ্যিক বিচারদ-সমাজ মন্দিরে উপনীত । শ্রোতা ও শিষ্যেরা আস্তে আস্তে আজ্ঞা হউক, আস্তে আস্তে আজ্ঞা হউক বর্ণন করিতে লাগিল । প্রচারক সমাজ পার্শ্বস্থ গৃহে ঘাইয়া বসিলেন । কয়েক জন উন্নত ব্রাহ্ম ঐ গৃহে আসিয়া গুরু পদতলে পড়িয়া আপন আপন ভক্তি প্রকাশ করিলেন । তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন—মহাশয় ! শান্তিরাম গড়গড়ী অন্যাপি ঠৈপতা ত্যাগ করেন নাই । তিনি উপাচার্য্য হইয়া বেদীতে বসিলে নেদী কলঙ্কিত হইবে । আর এক জন বলিলেন—প্রাণ থাকুক আর ঘাউক বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য কখনই করা হইবে না । আর এক জন বলিলেন—যদি ঠৈপতা পরিত্যক্ত না হইল তবে পৌত্তলিকতায় কি দোষ ? আর এক জন বলিলেন—গড়গড়ী মহাশয় বড় ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু । ঠৈপতা ধারণ করিলে কি ঈশ্বর পরায়ণ ও সাধু হয় না ? ঠৈপতার সঙ্গে আত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? অন্য এক জন ঠৈপতা-ত্যাগী উপাচার্য্য তাহার তুল্য পবিত্র না হইতে পারেন । আর এক জন বলিলেন—তাহা হইতে পারে কিন্তু পৌত্তলিকতাকে উৎসাহ দিতে পারি না । আমাদিগের প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—যদি তাহা ভঙ্গ হয় তবে নরকে গমন করিতে হইবে ও ইংরাজেরা আমাদিগকে কি বলিবে ? প্রচারক বলিলেন—এইতো উন্নত ভাব—ইহা যদি না হয় তবে

ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করা কি ফল? বিস্তর বিচার ও বিতণ্ডা হইয়া গড়গড়ীকে গড়গড় করিয়া চলিয়া আসিতে হইল। প্রচারক দোর্দণ্ড প্রতাপে বেদীতে উপবেশন করিয়া ঈশ্বর, আত্ম ও পর সম্বন্ধীয় এবং পাপ, অনুতাপ, পরিহ্রাণ ও মোক্ষ বিষয়ে অনেক বলিলেন। অবশেষে দয়া বিষয়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিলেন। শ্রোতার শ্রান্ত হইয়া নিদ্রাতে অভিভূত হইলেন ও অনেকের মনে হইল যে প্রচারক মহাশয় এক্ষণে কাস্ত হইয়া আত্মাদিগকে দয়া করিলে আমরা দয়া উপদেশ ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

অশ্বেষণচক্র উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা সাক্ষ হইলে একজন মার্জিত জ্ঞানী ও স্পষ্টবক্তা তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কেমন শুনলেন?

অশ্বেষণচক্র। উত্তম—যাহা শুনা যায় তাহাতে কিছু না কিছু কার্য্যহইতে পারে।

কিন্তু যাহা শুনা গেল তাহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ?

অশ্বেষণচক্র। সকল উপদেশ সকলের মনে সমানরূপে গৃহীত হয় না। যাহাদিগের সামান্য মন তাহারা ক্ষুদ্র উপদেশ গ্রহণ করে, উচ্চ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদিগের উচ্চ মন তাহাদিগের পক্ষে উচ্চ উপদেশের আবশ্যক—সামান্য উপদেশ তাহাদিগের মনে প্রবেশ করে না, কিন্তু প্রচারক উচ্চতা প্রাপ্ত না হইলে স্বকার্য্যে অক্ষম হইবেন। অস্থায়ী প্রকরণ লইয়া ধর্ম উপদেশ চিরদিন সমভাবে চলে না। শ্রোতার মধ্যেই শাস্ত্র বা বিলম্বে

হউক কেহ না কেহ প্রচারকের গ্রামা ভাব জামিতে পারে। প্রকৃত প্রচারক হইতে গেলে তাঁহাকে আত্মজ হইতে হয় নতুবা প্রোতানিগের আত্মার গতি অনুসারে উপদেশ হয় না। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ রূপ—যাহা হইতেছে তাহাই হউক—হামি নাই। কানেতে উপকার হইতে পারে।

তাঁ বটে, কিন্তু যে রূপ তর্জ্জম গর্জ্জন হয় তদনুসারে বরিয়ণ হয় না।

অশ্বেষণচক্র। এইই মানব জাতির দর্ম্ম। যদবশি আত্ম দর্শিত্ব না জন্মে তদবশি বাহ্য বার্থ বিষয় লইয়া জীবন যাপন করিতে হয় কিন্তু তাহাতেও আত্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে।

টোপেতেফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজি বহি পড়ার দকণ—আপনি কি বলেন ?

অশ্বেষণচক্র। তাহা হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে বাহ্য প্রবল—অন্তর দুর্বল—এজন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাশীল। যেমন তরকারি মস্তুলন কালীন হাঁড়িতে তণ্ডু দ্রুত উপরে ফোড়ম দিলে কড়্ কড়্ শব্দ হয় তেমনি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ মনবর মত ও বিশ্বাসের স্বাক্তি—তাহার কি তর্জ্জম গর্জ্জন হইবে না? অদশাই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। এই উন্নত ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয় উচ্চতা প্রাপ্ত হইলে গ্রামা ভাব ত্যাগ করিবেন। তাঁহার ঈশ্বর বিষয়ক পিপাসা প্রসংশনীয়—তিনি অনেক পড়িয়াছেন, কিন্তু নিগূঢ় চিন্তা করেন নাই—ঈশ্বর লক্ষ্য সর্ব্বদা মনে ধারণ করিতে পারেন না—অনেক

পার্শ্ব লক্ষ্যে প্রাপ্ত—বখন যে লক্ষ্য প্রবল তাহাকেই
ঈশ্বর লক্ষ্য বোধ করেন এজন্য ভ্রাম্যমান হইয়া ত্রাস
ধর্মকে খিচুড়ি করিতেছেন—কিন্তু যদি প্রাণপনে ঈশ্বর
লক্ষ্য সর্ষদা ধারণ করিতে পারেন তবে তিনি অবশ্যই
উচ্চতা প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি থাকিবে না।

যুক্তাজ্ঞা ধীরেরা কি ব্যর্থ, অলীক, অস্থায়ী সামাজিক, বা গার্হস্থ্য
বিষয় লইয়া সাধনা করিতেন?—তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল
জ্ঞান ও ঈশ্বর।

১৬—বাবু সাহেব ও জেঁকো বাবুর ক্ষতি, জেঁকো
বাবুর মৃত্যু, সরলার বিধবা বিবাহ বিয়য়ক উপ-
দেশ, বাবু সাহেবের তাঁহাকে হস্তগত করণার্থে
নাগপুরী নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন,
তাঁহার মৃত্যু, ও লালবুঝদের কারাকান্ড হওন।

বাবু সাহেবের ও জেঁকো বাবুর যাহা ধন ছিল তাহা বন্ধক
লোকের ইজ্জতালোতে সকলি ক্ষতি হইল। ধন হারা হইয়া
তাঁহারা ঘন মণিহারা কণির ন্যায় বসিয়া থাকেন—
অধীরের কিছু মাত্র জ্যোতি নাই, সর্ষদাই ভাবেন ধনের
সঙ্গে মানও গেল—এখন কি করি? কেবল মদই ভর্মা অতএব
মদে মত্ত যদবধি থাকেন তদবধি পৃথিবীকে সরা দেখেন।
মদ আনন্দ না হইলে একেবারে কল্লার মৌকা ডুবাউয়া
বসেন। দুই এক সার জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন—আপনা-
দিগের ধর্ম চর্চা বেশ হইতেছিল, তাহা কেন বন্ধ করিলেন?

—তাহা করিলে মদ্যের প্রয়োজন হইত না । তাঁহার উক্তর দেন আশাদিগের পুত্র ও ভ্রাতৃ শোক হইতে ধন শোক অধিক হইয়াছে—এ শোক সম্বরণ কিরূপে করিতে পারি? বাল্যকালাবধি ঈশ্বর চিন্তা না করিলে বিষম প্রমাদ, একটা বিপদের ঝড়েতেই হৃদয় হিন্নভিন্ন হইয়া যায় । ষাশাদিগের ঈশ্বর পরাকর্ষ্য তাহারাই কেবল বিপদ সম্পদ সমভাবে দেখেন ও যে অবস্থাতেই পতিত হয়েন সেই অবস্থাকে আত্মোন্নতি সাধনের মূলক করেন । কিছু দিন পরে জেকোনাবু বিপদের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া দিন দিন তনু ক্ষীণ হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন । সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণ গমন করিবেন কিন্তু ঐ প্রথা নিবেদক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন । দুই তিন বৎসর পরে বাবু সাহেব সরলার প্রতি অনুরাগী হইয়া তাঁহার সহিত ঐববাহিক বন্ধন জন্য মাতিশয় চিন্তিত হইলেন । সরলা বড় গুণবতী ও যখন তাঁহার মুখশ্রী বাবু সাহেবের মনেতে উদ্ভিত হইত তখনি আপনা জাপনি বলিতেন—বাজামির মেয়ে তো ভাল পাওয়া যায় না এজন্য ফিরিজির মেয়েকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়িল । এক্ষণে যদি সরলা দয়া করেন তবে বাঁচি নতুবা একলা ভেবে ভেবে সারা হইলাম । নানা প্রকার উপায় ভাবিয়া বাবু সাহেব উন্নত ব্রাহ্ম মন্দিরে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন । উন্নত ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে দলস্থ দেখিয়া উন্নত হইলেন ও পরে তাঁহার ঐববাহিক প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা অতি আহ্লাদিত হইলেন কারণ

স্ববর্ণে বিবাহ হইবেক না—বর ব্রাহ্মণ ও কন্যা ক্ষত্রিয়।
 অবশেষে এ প্রস্তাব সরলার কর্ণগোচর হইলে তিনি বিনয়
 পূর্বক বলিলেন—স্ত্রীলোকের পুনঃ বিবাহ এক্ষণে প্রচলিত
 হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর পরায়ণা নারী তাঁহারা
 শারীরিক সুখার্থে জীবন ধারণ করেন না—তাঁহারা আজ
 সংযম ও আত্মসম্মতি জন্য জীবিত থাকেন অতএব ব্রহ্মচর্যা
 বাতিরেকে অন্য কি উপায়ে ঐ অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে?
 আমার লোভ নাই—পার্থিব সুখ অথবা গৌরব কিছু মাত্র
 বাসনা করি না। যাঁহাতে ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরেতে
 তাক্সা অর্পণ করিতে পারি এইই আমার অহরহ প্রার্থনা।
 শুনিতে পাই বিধবা বিবাহ জন্য প্রচুর ধন ব্যয় হইয়াছে
 ও যাঁহারা ব্যয় ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎ
 অভিপ্রায়ে করিয়াছেন কিন্তু যদি ঐ সকল মহাশয়রা ব্রহ্ম
 চর্যা অনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রদান করিতেন তাহা হইলে
 অনেকের অধিক আধ্যাত্মিক বল হইত। যে স্ত্রীলোক পতী-
 পরায়ণা সে কি অন্য পতী গ্রহণ করিতে পারে? যে
 কালেতে পতীকে ভুলে যায় সে কি পতী পরায়ণা? স্ত্রীলোক
 বা পুরুষের প্রকৃত বীরত্ব কি? ইঞ্জির দমন ও আত্মার
 শক্তি বর্জন। মনুষ্য উর্দ্ধদৃষ্টি হীন হইয়া সর্বদাই
 পশুবৎ ভাবে থাকে ও কার্য্য করে—আত্মা আছে কি না
 —ও কি প্রকারে উন্নত হইবে তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা
 নাই। সভ্যদেশের রীতি নীতির অনুকরণ হইতেছে কিন্তু
 সভ্যতা কি? সভ্যতা বাহ্য উন্নতি, আত্মসম্মতিকে সভ্যতা
 অঙ্গ নোকে বসেন!

সরলার এসকল বাক্য গরলস্বরূপ গৃহীত হইল। উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন নারীর কথা গুলি নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে আবার কেহ কেহ বলিলেন মেয়েমানুষ প্রথমে এইরূপ কহিয়া থাকে পরে দোরস্ত হয়। বাবু সাহেব স্বাভাবিক অস্থির তাহাতে আশা পিচাশের খেঁচুনিতে ধড়ফড়াতে লাগিলেন। জাত শোক, ধনশোক ও বন্ধু জেঁকা বাবুর শোক সকলই বিগত—একগুণে হাহাতে তাঁহার বিনতা হস্তগত হয়েন এই জ্ঞান—এই ধ্যান। খেয়ে সুখ—নাই—বসে সুখ নাই—শুয়ে সুখ নাই—কিছুতেই সুখ নাই। এক একবার ছুপা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিস্‌নেম ও নিশ্বাস ত্যাগ করণান্তর “ডিয়ের সরলা” বলিয়া ডাকেন। বাবু সাহেব বড় বিবেচক—বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রাহ্মদের এ কথা বলা ভাল হয় নাই—তাহারা কৰ্ম্ম খারাব করিয়াছে। মেয়ে মানুষের মন মেয়ে মানুষ শীঘ্র হরণ করিতে পারে অতএব বাতীর নিকটে শ্যামা মাপ্তিনী থাকে তাহাকেই ঘট্কা করা শ্রেয়। সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাবু সাহেব শ্যামার কুটীরে উপনীত। শ্যামা বলিল—এ কি ভাগা—রাজা বিক্রমাদিত্য ভিকে হাড়িনির কুটীরে! শ্যামা গরুর জাবনা কাটতে ছিল—মাথায় কাপড় নাই—কেশ কতক কাল কতক সাদা—লুটিয়া পড়িয়াছে, আঁস্তে ব্যস্তে একখানি পিড়া আনিয়া দিল। বাবু সাহেবের টাইট পেন্ট্রলুন—বসিতে অশক্ত। বাবু সাহেব লম্বা, শ্যামা খেঁটে—একটু কোঁয়া হইয়া বস্‌ছেন—একটা কথা বলি কাহাকেও বলিস্না—সরলাকে আমার কেনে করে দিতে পারিস্? আমার বিষয়

আশয় সব দিব। নাপ্তিনী-এই কথা শুনিবামাত্রে দুই কামে হাত দিয়া জিহ্বা দাঁতে কাটিয়া বলিল—সে সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী, ছুদও তাঁহার কাছে বস্লে অনেক ধর্ম কথা শুনিয়া আসি। আরও অনেক বিধবা আছে তাহাদের এক জন না এক জনের সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারি। সরলা সাবিত্রী স্বরূপ—এমনি রাশ ভারি যে একটি মন্দ কথা তাহার নিকট কেহ বলিতে পারে না। তিনি সর্বদাই আত্মিক, পূজা, দান, ধ্যান ও সন্ধ্যার পরে এক মুটা আহার করেন। রামপ্রসাদ ঠাকুরের এক বিধবা মেয়ে আছে—তাহাকে বিয়ে করনা কেন? সে নটার মতো খেয়ে-দেয়ে তোকা কটিকাট হইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে—তাস খেলে ও গম্প গুজব, হাসি তামাসা, ঠাট্টা বটকেরায় কাল কাটায়—পূজা আত্মিকের সহিত কিছু এলাকা নাই। এ রকমের মেয়ে মানুষ কিছু পেলেই ফের বিয়ে করে।

বাবু সাহেব। যে সব মেয়ে মানুষ খুব ধর্ম কর্ম করে তাদের বিয়ে করা ভাল—কোন ভয় নাই।

নাপ্তিনী। আরে আবেগের বেটা! তারা তোকে কেন বিয়ে করবে? পতির শরীরটাই যায়—প্রাণটা তো থাকে? সেই প্রাণটা তেবেও ঐ সব মেয়েমানুষ আরাম পায়। সুখ তো শরীরে নাই—মনে সুখ—মন যদি ধর্ম কর্ম করলে সুখী হয়, তো আর বিয়ে কায় কি? আর বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামীকে ভুলে না—স্বামীর জন্য প্রাণ দেয়। বাহারা স্বামীকে কখন দেখে নাই ও সাহাদিগের বয়েস অল্প তাহারা বিবাহ করিতে পারে। নাপ্তিনীর কথা শুনিয়া

বাবু সাহেব হতাশ হইয়া ভাবিলেন যে বিবাহ বুঝি কপালে নাই। বাটী কিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার অস্থির ভাবনায় মগ্ন। ঈশ্বর অথবা পরলোক চিন্তা তড়িৎবৎ। আপনার যেমন মনের বল তেমন সকলের বল দেখেন। কাহার মনের উচ্চতার কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতেম না—কেবল ডাম বেজালি!—ডাম বেজালি! বলিতেম। কালেতে তাঁহাকে সকলই পরিত্যাগ করিল ও তিনিও কোথায় যাইতেম না। মনের অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি ও অবশেষে রোগ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া যম মন্দিরে গমন করিলেন।

বাহু আনন্দে আনন্দিত থাকিলে শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। কেবল আত্মার বলেতেই হর্ষ ও শোক হইতে মুক্তি হয়।

লালবুকড় সর্বদাই উপর চান চালাতেন। তাহার নিজের কি মত তাহা তিনি জানিতেন না। উপস্থিত মতে কার্য—উপস্থিত মতে মত ও কার্যের পরিবর্তন। কি প্রকারে বাহু রক্ষিত হইবে এই তাহার লক্ষ্য। বাহিরে বাহু অনুরাগ জন্য সব দলেরই অনুকরণ করিতেন। বিরলে অনেক নিন্দনীয় কর্ম করিতেন। এক মকদ্দমায় লোভ প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষী দেন। বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাকান্ন হইলেন। এাসের ছোঁড়ার কারাগারের জানালার নিকটে বাইয়া এক এক বার কে ছো করিত ও তৎক্ষণাৎ “বা বেচারা বা” প্রভৃতি হইত।

পিঙ্গলা গ্রাম ধর্ম ক্ষেত্র হইল—কিন্তু ধর্ম ক্ষেত্র কুকক্ষেত্র স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। মসজিদ, গির্জা, দুই ব্রাহ্ম মন্দির

ও নানা দেবালয় হইতে মহারথী, রথী, অর্দ্ধরথী ও নানা প্রকার ঘোঁড়া স্ফট হইতে লাগিল। এক দল মার্ মার্ শব্দ করে—অন্য দল ঘাটে ঘাটে বলিয়া চীৎকার করে—সব দল স্ব স্ব প্রধান—কে কাহাকে নিবারণ করে? সকলেই আপন মতানুসারে চলে। অগতে এইরূপেই কার্য্য হইয়া থাকে। যাহা ইঙ্গিয় সংযুক্ত তাহার ছবি এই। কণিক মিলন, কণিক বিচ্ছেদ, কণিক বিদ্বেষ, কণিক প্রেম।

১৭ —অবেশণচন্দ্রের গোদাবরী তীরস্থ যোগীদিগের নিকটে যাওয়া যোগ শিক্ষা—পতি ভাবিনির সহিত মিলন।

পিঙ্গলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ, গিরি গুহা, নদ উপবন, নদ নদী, খেটক গর্ভট, হাট ঘাট, দেবালয়, অতিথি শালা দেখিয়া ও নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপে অনেক অর্জুন করত অববেশণচন্দ্র অবশেষে গোদাবরী তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। সম্মুখে এক বৃহৎ দটরঙ্গ—শাখা প্রশাখা অসংখ্য, মিলে কতকগুলি উদাসীন ও যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। পাত্র ভাষ্য বিদ্যুতি বিশ্লিপিত—মন্তক জটা জুটে আরত—ময়ম মুদিত। কেহ রেচক পুরক—কেহ কেবল কুন্তক করিতেছেন—কেহ দীর্ঘকাল গ্রাণ বায়ু সহজ্বারে ধারণ করিতেছেন—কেহ বজ্রাঘ্রে আত্মীয় হইয়া গেচরী মুদ্রায় আক্লত হইয়াছেন। অববেশণ নিকটে যাওয়া তাহা-দিগের আকর্ষণ অত্যন্ত দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কণেক

কাল পরে যোগ ভঙ্গ হইলে তাঁহারা তাহাকে দেখিয়া সাতিশয় ভুট্ট হইলেন ও নিকটে রাখিয়া ক্রমে২ যোগ শিক্ষা করাইলেন । কি হট যোগ—কি রাজ যোগ—কি আসন বিদ্যে—কি ধ্যান ও ধারণা সূতকরী তাহা ক্রমশঃ লব্ধ হইল । রাত্রি যখন অস্প থাকিত তখন তাহাদিগের সহিত আত্মতত্ত্ব আলাপ হইত—তাঁহারা ঘাচ্চা বাচ্চ তাহা তাচ্ছল্য করিতেন ও কেবল আত্মা লক্ষ্য করত আত্ম বল লাভেই মগ্ন থাকিতেন । এই তাঁহাদিগের আলাপ, ধ্যান ও অভ্যাস । যোগীদিগের সহিষ্ণুতা ও অপার্থিব ভাব দেখিয়া অশ্বেষণ উচ্চতা প্রাপ্ত হইলেন । এক দিবস এক জন যোগী বলিলেন একটি স্ত্রীলোক কিছু কাল এখানে ছিলেন, তিনি আমাদের নিকটে শিক্ষা পাইয়া অনেক অভ্যাস করিয়াছেন । সম্প্রতি এখান হইতে যাইয়া রম্মা পৰ্ব্বতের নিকটে এক আশ্রমে কতকগুলি যোগিনীর সহিত বাস করিতেছেন । তাহাকে তুমি জান ? তিনি এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কন্যা কিন্তু হিন্দী বুলি বেস বলেন । অশ্বেষণচন্দ্র বলিলেন—না, আমি তাঁহাকে জানি না—ঈশ্বরের জন্য অনেকেই লালাইত । অবশ্য তিনি কোন অসাধারণ স্ত্রীলোক হইবেন । পরে রম্মা পৰ্ব্বতীয় অতেন্দ্রীর নিকটে যাইতে হইবে এই কথা মনে আগ্রত হইলে তিনি সকল যোগীদিগকে অভিবাদন পুরঃসর বিনায় লইলেন । বিদায় কালীন তাঁহারা দীর্ঘ নখাচ্ছাদিত হস্তোত্তলন করত তাঁহাকে প্রাণগত আশীর্বাদ করিলেন । বারম্বার তত্ত্বি দ্বাত প্রণাম করত অশ্বেষণ সেই অপূৰ্ণ আবাস হইতে বহির্গত হইলেন । দুই

দিবস পরে এক আশ্রা দৃষ্টিগোচর হইল ও অতিদূরে
 এক পরিভ্রমের ধূমবৎ নীল চূড়া প্রকাশ পাইল। আশ্রম উল্ল-
 স্তন করিয়া যান এমন সময়ে এই বিচার করিলেন—শুনিয়াছি
 এক ধর্মপরায়ণা নারী এখানে আছেন, তাঁহাকে দর্শন
 করিলে কিছু না কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। আশ্রমের
 ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন অনেক হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্র,
 মারাঠা, মগধস্থ নারীরা সাগরা, কাঁচলি, ওড়নার আরত-বসিয়া
 ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন চন্দ্র তারাগণ
 বেষ্টিত তরুণ এক জন বহুদেশীয় জন্মের কেবল একখানি রক্ত
 বর্ণ বস্ত্র পরিহিত, হস্তে ছুই গাহি বালা, সমাপিতে মগ্ন।
 নিরশনে শরীর ক্ষাণ্ডা,—আন্তরিক লাভণ্যে পূর্ণা—কেশ
 মুক্ত—অঞ্চল গলনেশে—বদন মনোহর—মধুর হাস্য সংযুক্ত
 ও শুভ্রতাগ ভাসবান। অন্যান্য যোগিনারা যোগ সমাপনানন্তর
 ধীরে ধীরে আপন আপন কুঞ্জে গমন করিলেন। ইত্যবসরে
 অদ্বৈতচন্দ্র নিকাগ ভিত্তে ও অকৃতোত্তরে ঐ রমণির সম্মুখে
 দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অশ্রুপিত
 দিনমণি গবাকের দ্বার দিয়া স্বায় মানা বর্ণীয় মণিতে ঐ
 মহোদয় মুখমণিকে যেন উজ্জ্বল মণির ধনি করিতেছেন—
 দ্বিধ তাঁহার অন্তরের অমূল্য মণির অধিনাশী ও অক্ষয়
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা পাউতেছেন। এ নারী কে? স্মি-
 র্যিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী সুবতী—রূপের ছবি—
 কিন্তু পার্থিব ভাব শূন্য। যাহার ধ্যানেন্তে আত্মাদ তাঁহার মন
 অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। এক দণ্ডের
 পর রমণী নয়ন উদ্বীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে এক জন

শাস্ত্র মূর্তি পুঙ্খ, চিবুক ও মণ্ডকে দীর্ঘ কেশ, পদ্মাসনে বসিয়া দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নয়ন আত্মার ভাব প্রকাশক কিন্তু ঐ ব্যক্তির চক্ষু কেবল শাস্ত্রের জ্যোৎস্না স্বরূপ বোধ হইতেছে। দুই জনেই পরস্পর আলোকন করিতেছেন। যদিও শ্রমণ, উপমা ও মনঃ সংযুক্ত চিন্তার ক্রটি হইতেছে না কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ক্ষণেক কাল পরে রমণী ক্রমঃ হাস্য করত মণ্ডকের বস্ত্র টানিয়া নিম্নময়নী হইলেন ও তাঁহার চক্ষু হইতে অনিবার্য অশ্রু দ্বারা পতিত হইতে লাগিল।

অশ্রুস্রবচ্ছিন্ন অজ্ঞান করিলেন আপনি কে—আপনার বাটী কোথায়?

রমণী অমনি তাঁহার কোড়ম্ব হইয়া নয়নের উপর নয়ন দিয়া বলিলেন—আমার নাম পতিভাবিনী—আমার প্রকৃত নিকতন আপনার ক্রোড়। অশ্রুস্রবচ্ছিন্ন তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ ঘোষণা হইয়া রোদন করিলে? পতিভাবিনী উত্তর করিলেন এটি দুর্বলতা বটে কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি না। তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্ম। মাদনে অনেক লাভ করিব। পরে দুই জনের বাক্য স্তম্ভিত হইয়া পরস্পরের আত্ম দ্বারা আপন আপন অবক্তব্য থাকা ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্ম সংযুক্ত হইয়া নানা অপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রি যাপন করিলেন। এই দিনে দুই জনের শারিরীক

সুখ জন্য কিছু স্পৃহা নাই—মনও ভাবান্তর হইল না—
কোন বিলাপ নাই, হর্ষ নাই, শোক নাই, ক্ষোভ নাই—এ সকল
অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আজ্ঞার গভীর ভাব
ধারণ করিয়া থাকিলেন। দুই জনের আজ্ঞা এমনি বলীয়ান
যে কেবল পরস্পরের আজ্ঞারই প্রতি পরস্পরের আন্তরিক
দৃষ্টি ও দুই জনে আজ্ঞাকে যাহাতে সম উচ্চতায়
রাখিতে পারেন এই তাহানিগের মিলনের উদ্দেশ্য হইল।
আশ্রমের সম্মুখে একটি মনোহর সরোবর—চতুর্দিকে উচ্চ
প্রাচীর—তদুপরি তরু লতা, সুস্কলতা, কৃঞ্জলতা, মাধুৰ্যমিত্তা
ও নানা লতা দোতুল্যমান। যদু মক্ষিকা ও ভ্রমর গুণ্ণ গুণ্ণ
শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। চক্রবাক, চক্রবাকী, শারি,
শুক ও নানা চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গম যেন বীণা যন্ত্র লইয়া
সংগাতে যথা। অন্তরে যোগিনীরা সরোবরের পুলিনে
বস্ত্র ভাগ করিয়া স্নান করিতেছেন ইতিমধ্যে অন্বেষণচক্ষু
ও পতিভাবিনী বাহিরে আসিয়া তাহানিগের সম্মুখে প্রকাশ
হইলেন। নম্রা যোগিনীরা বলিল—মা! এখানে পুরুষ
কেন? তাঁহাকে যাইতে বল। আমরা লজ্জা পাইতেছি।
পতিভাবিনী বলিলেন—বৎস! ইনি আমার পতি—আমার
প্রাণ বল্লভ—ইঁহারই রূপা বলে আমার ঈশ্বর জ্ঞান। ইনি
সম্পূর্ণ যোগী—ইঁহার স্ত্রী পৃথিবী সম জ্ঞান। কেবল আ-
জ্ঞার মুখেই সুখী—শারিরীক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন।
তোমরা নম্রা থাক আর বস্ত্র আচ্ছাদিত হও ইঁহার
আজ্ঞা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক-যোগেতে
পুরু হও নাই এজন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি।

পরে যোগিনীরা বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ত্রেষণচক্রে নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করাতে চমৎকৃত হইলেন। পতিভাবিনী বলিলেন—কল্যাণ প্রাতে আমরা এখান হইতে যাইব। আমাদের বিশেষ আবশ্যক কার্য্য আছে। বনি পারি তোমাদের সহিত আসিয়া সাফাৎ করিব। এই কথা শুনিয়া যোগিনীরা সকলেই রোদনামান হইলেন ও সাক্ষাৎ প্রণাম পূর্বক বিলাপ করিয়া বলিলেন তবে আমরা মাতৃ-শ্রেষ্ঠ ও মধুঘর উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলাম।

পতিভাবিনী বলিলেন তোমরা রূপা করিয়া আমাকে এরূপ সম্ভাষ কর। তোমাদের ইঞ্জিয়শূন্য ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আমার আত্মা তোমাদের আত্মার সহিত সংযুক্ত। আমি পার্থিব ঘেঁষ বাকো কি প্রকাশ করিব? তোমরা কায়মনোচিত্তে অহরহ ঈশ্বরেতে মগ্ন থাক। এক মমা ধ্যানেন্তে ধারণার বুদ্ধি ও যত ধারণার বুদ্ধি ততই আত্মা প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়া আপন জ্যোতি বিস্তার করিবে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলে পার্থিব সম্বন্ধ ও ভাব বিলীন হইবে। দেখ আমরা দুই জনে স্ত্রী পুরুষ বটে কিন্তু এ সম্বন্ধীয় মুখ মশর, কারণ তাহা শরীর সম্বন্ধীয়—ইঞ্জিয় সম্বন্ধীয়। “যে মাহং নামৃতা সাং কিমহং তেন কুৰ্য্যামঃ”—যাহাতে অমৃত লাভ হই তা লইয়া কি করিব, অতএব যাহা মশর নহে—যাহা চির কাল থাকিবে—যাহা অনন্ত কাল-অমন্ত কার্য্য দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মানন্দে আপনাতে অনন্ত স্বর্গ লাভ করিবে—তাহারই অনুশীলন—তাহারই উদ্দীপন

—তাহারই বিনর্দনে আমরা প্রাণপনে মিশ্রুত আছি ও থাকিব।

যোগিনীরা বলিলেন পিতাকে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইলাম। সকলে মিলিয়া অদ্য ধ্যান ও উপাসনা করিব। পরে দম্পতী স্নাত হইয়া একাসনে বসিলেন—যোগিনীরা চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। ধ্যান আরম্ভ হইলেই দম্পতী একমনাঃ হইয়া থাকিলেন—বাহিরে নানা শব্দ হইতেছে—রাস্তা দিয়া লোকে গান করিয়া ঘাইতেছে—একজন উগাদ নিকটে আসিয়া বিস্তর গোল ও বাজ করিতে লাগিল ও ত্রাসোৎপাদনার্থে এক একবার চীৎকার করিয়া বলিতেছে ঐ সাপ এল, ঐ বাঘ এল কিন্তু কিছুতেই দম্পতির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তাহাদিগের আত্মা বাহ্য হইতে এত অতীত যে কিছুতেই চাক্ষুশ জন্মে না—এত শুভ্র ও জ্যোতির জ্যোতিতে সংলগ্ন যে তাঁহারা কেবল অন্তর দৃষ্টি ও অন্তর শাতলতা উপভোগ করিতেছেন। শরীর পাবণ করিয়া রহিয়াছেন এই দান, আত্মা স্বতন্ত্র হইয়া আপনাতে রমণ করিতেছে। যোগিনীরা তাঁহাদিগের ধ্যান দেখিয়া অস্বীয় হীনতা ধ্যান করিতে লাগিলেন ও এক দারণায় আকৃষ্ট থাকিতে সক্ষম হইলেন না।

ধ্যানসমাপনানন্তর তাঁহারা বলিলেন আপনারা আমাদিগের অপেক্ষা অতি উচ্চ। অদ্বৈতচক্র বলিলেন ঈশ্বর সকলকেই সমান করেন—উচ্চতা কার্য্য ও ঘটনা দ্বারা জন্মে।

পতিভাবিনী স্বহৃদ্যার গুণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করত ভাবান্তর হইলেন। আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পত্তি হইলে পার্থিব

ভাবের উদয় হইল তখন স্বামির ক্ষুদ্র হস্ত দিয়া অশ্রু দ্বারা গন্-গন্ ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ করিলেন। ভর্তা তাঁহাকে নিকাম চিত্তে চুষন করত বলিলেন—এভাবে প্রসংশনীয় নহে—এ সামান্য ভাব-আত্মাকে উচ্চ কর। যদি আমি নিকটে থাকিলে চক্ষু ল হইরা পড় তবে আমাদিগের বিচ্ছেদই শ্রেয়। আমার প্রতি স্নেহ ও প্রেম শূন্য হইয়া আমার আত্মা দৃষ্টি করিয়া আত্মার দ্বারা আমার সহিত যোগ দেও, তাহা হইলেই আমাদিগের সম্বন্ধ সার্থক হইবে।

পতিভাবিনী কিঞ্চিৎ সঙ্কিত হইয়া স্বামির পায়েতে মস্তক দিয়া থাকিলেন। ভর্তা তাঁহাকে আপন কোড়ে লইয়া মুখোপরি মুখ রাখিলেন তখন তিনি অপার্থিব ভাব ধারণ করিলেন ও বলিলেন—দেখ তুমি আমার পরেশ পাথর, তোমাকে স্পর্শ করিলেই পার্থিব ভাব বিগত হয়।

নিবা অবসান। পতিভাবিনী বলিলেন তোমাকে দেখিয়া আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে যে পাক করিয়া তোমাকে ভোজন করাই। সকল যোগিনীরা এই প্রস্তাবে আনুকূল্য করাতে অন্ন বাঞ্ছন শীঘ্র প্রস্তুত হইল ও সকলে একত্র বসিয়া কিঞ্চিৎ আচার করিলেন। রাত্রে এক ঘরে সকলেই থাকিলেন। যে পুরুষ আধ্যাত্মিক, তাহার দৃষ্টি, বাক্য ও কার্য্য পরিশুদ্ধ, স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট স্ত্রীলোক নহে এই কারণে যোগিনীগণ কিছুতেই কুণ্ঠিত হইলেন না—উনার চিত্তে আপন আপন বক্তব্য ও জিজ্ঞাসা বলিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রজনী সুখেতে যাপিত হইল।

১৮।—অন্বেষণ ও পতিতাবিনির অভ্যন্তরীণ দর্শন—

তাঁহার নিকট আত্মজ্ঞান লাভ ও তাঁহার পরিচয়।

রম্মা পার্শ্বত বড় উচ্চ, রাঙা সন্ধ্যা ও প্রান্তরে পূর্ণ—অনেক
কক্ষে উঠিতে হয়। স্বামী পত্নির হস্ত ধারণ পূর্বক লইয়া
যাইতেছেন। এক এক বার ক্লান্ত হইতেছেন। বর্ণার জল
ও বন ফল খাইয়া আবার গমনোদ্যত। তিন দিবসের
পর মনুষ্যের মুখ দেখিলেন। এক জন পার্শ্বীয় চাষ
করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অভ্যন্তরীণ
বাণী একটু উত্তরে গেলেই দেখিব। সেখানে তিন চারটি
বাণী আছে—যে বাণী তিন তোলা তাঁহার বাণী সেই। সেই
বাণীতে উত্তীর্ণ হইয়া অভ্যন্তরীণ দর্শন করত দুই জনে তাঁ-
হাকে প্রণাম করিলেন। অভ্যন্তরীণ তাহানিগকে সমাদর পূর্বক
বসাইয়া কিঞ্চিৎ আতিথ্য করত বলিলেন—আপনারা যে
জন্য এখানে আসিলেন তাহা আমি অবগত আছি। আত্ম
জ্ঞান ও আত্ম সাধনা বাহা আমি জানি তাহা সংক্ষেপে বলি,
শ্রবণ করুন।

আত্মার অস্তিত্ব, স্বতন্ত্র ও অমরত্ব আধ্যাত্মিক অভ্যাসে
প্রতিষ্ঠিত। আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত। বদ্ধ ভাবেই সাধারণ ভাব।
যে পর্যায়ে প্রকৃতি অথবা বাস্তব বিষয়ের অধ্যয়ন সে পর্যায় আত্মা
বদ্ধ। বদ্ধ আত্মা আদিত্বিক—অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়।
সাময়িক সত্ত্ব, রজ, তম অথবা ইহানিগের মিশ্রিত গুণ বদ্ধ আ-
ত্মার লক্ষণ। বদ্ধ আত্মার দিব্যকর্তা পরিমিত—বিশেষ বিশেষ

মত—বিশেষ বিশেষ বিশ্বাস—বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অমঙ্গল
বিশেষ বিশেষ পাপ পুণ্য—বিশেষ বিশেষ উপাসনা—
বিশেষ বিশেষ পারলৌকিক গতি,—বিশেষ বিশেষ নরক
স্বর্গ,—বিশেষ বিশেষ সন্তান ঈশ্বর—বিশেষ বিশেষ
ঈশ্বরের অভিপ্রায় সজ্ঞান ও প্রচার করে। বদ্ধ আত্মা
কর্তৃক যে ঈশ্বর জ্ঞান লব্ধ হয় সে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান কারণ
তাহাতে পার্থিব ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হয়। এই
কারণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঈশ্বর জ্ঞান ভগতে প্রায় দুস্প্রাপ্য।
এই কারণে ভগতে অসীন নতাস্তর। যেখানে সাত্ত্বিক ধ্বংসের
প্রাবল্য সেখানে ঈশ্বর জ্ঞান অবশ্যই উচ্চ হইবে কিন্তু সাত্ত্বি-
কতায় প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে না। সাত্ত্বিকতা রজ ও
তম হইতে শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু আবস্থিক ও যাহা আবস্থিক তাহা
নশ্বর—কেবল আত্মার পূর্ণ শক্তি ক্রমশঃ উদ্দীপন জন্য উদ্ভূত
ও পালিত হইয়া থাকে। আত্মা মুক্ত না হইলে বাহ্য হইতে
স্বতন্ত্র হইতে পারে না—মুক্ত না হইলে ভাবাতীত হইতে
পারে না—ভাবাতীত না হইলে ভাবাতীত ও নিগুণ ঈশ্বর জ্ঞান
প্রাপ্ত হইতে পারে না—ভাবাতীত ও নিগুণ ঈশ্বর জ্ঞান না
হইলে তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞান
হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে বাহ্য বা প্রকৃতি অথবা আবস্থিক
জ্ঞান অথবা ভাবে লিপ্ত হয় না। আত্মা মুক্ত হইলে পার্থিব
সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, মঙ্গল, অমঙ্গল বা পারলৌকিক ভয়
ও আশা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় ও ক্রমশঃ স্বশক্তিতে উন্নত
হইয়া অপার্থিব, শুদ্ধ, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক বলে তাপনাতেই
বর্ণনাতীত অনন্ত স্বর্গের স্বর্গ প্রাপ্ত হয়—আপনাতেই

রমণ করে। শরীর ধারণ করিয়া আত্মাকে মুক্ত করে বড় কঠিন—বিস্তার আগ্রাশে ও যত্নে আমি কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি ও যাহা লব্ধ হইয়াছে তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা অনন্ত প্রকারে দৃষ্টি হইতেছে এবং এক্ষণে বাহা জানি তাহা ইচ্ছিয়া, অথবা আত্মার কোন আবশ্যিক শক্তি ও ভাবের দ্বারা জানি না—অনাবশ্যিক ও পূর্ণ আত্মা দ্বারা জানি।

অশ্বমেনচন্দ্র ও তাহার বণিতা তদ্ধা ইয়া থাকিলেন ও বলিলেন আপনকার পূর্ব রাত্ৰান্ত শুনিত প্রার্থনা করি। সে দিনস অনান্য আনন্দময়িক কথায় বিগত হইল। পর দিনস অনুদয় অভেদী আধ্যাত্মিক আত্মিক সমাপনান্তর আপন রাত্ৰান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ভক্তগানে আমাদিগের দাস। পাঠশালাতে নিখিতাম। পুত্র মহাশয়ের নিকট প্রব ও প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করিয়া ভক্তি ভাবে সর্জন্য মগ্ন থাকিতাম। আমি ভাবিতাম আনন্দা চক্রে শিশু সর্জন্য অস্তিত—প্রব ও প্রহ্লাদ ক্রমে এক একদনাঃ হইয়াছিলেন? পিতার বিলক্ষণ বৈভব ছিল—বাগীতে নানা প্রকার পূজা হইত—প্রতিবার নিকট পূজা-গুলি রেওন কালীন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতাম—
‘হে দেবি! আমাকে প্রব ও প্রহ্লাদের মত কর। এই ভক্তিভাব সর্জন্য স্মারী হইত না—উৎসব কালে তামসিক ও রাজসিক ভাবের উদয় হইত। দরিদ্র লোকদিগকে দান করিবার সময়ে কখন দয়া—কখন অহঙ্কারের আদি-ভাব হইত। বাগীতে মাগ মাসে কথকতা শুনিতাম—শুনিয়া কখন কানিতাম—কখন হাসিতাম—কখন ভাবিতাম।

ভাল মন্দ বিচার করিতাম। গ্রামে এক পাদ্রির স্কুল ছিল সেখানে ইংরাজি শিক্ষার্থে প্রেরিত হইলাম। অনেক ইংরাজি গ্রন্থ ও বাইবেল পাঠ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলাম। কথকের মুখে সমাজের বর্ণন শুনিয়া মধ্যে মধ্যে ত্রাস হইত এক্ষণে পাদ্রি ঐ ভয়কে জ্বলন্ত করিলেন। তিনি বলিতেন মনুষ্য স্বাভাবিক পার্শী, যদি পরিজ্ঞান চাহ তবে খ্রীষ্টকে ভজনা কর মতুষা নরকে চিরকাল অসচ্ছন্দ পূর্ণা ভোগ করিতে হইবেক—খ্রীষ্ট অনুরোধ না করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন না। শয়নকালে ভয়েতে মৃতবৎ হইতাম—এক২ বার মনে হইত আর ভাবিতে পারি না—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম অবলম্বন করি, জাবার ভয় কমিয়া গেলে বিবেকতার উদয় হইত ও চিন্তা করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। রাত্রিতে সংস্কৃত পড়িতাম—দুই তিন বৎসরের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ অনেক পড়িলাম। উপনিষদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন অংশ বাইবেল অপেক্ষা উত্তম নোদ হইতে লাগিল। এ সময়ে আমার বিবাহ হইল। ভার্যা পিতা কর্তৃক সুশিক্ষিত। আমার সহিত অধ্যয়নে ও ঈশ্বর উপাসনাতে যোগ দিলেন। আমি যাহা অর্জন করিয়াছিলাম ও আমার মনের যে ভাব তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাত করিলাম। নিজনে দুই জনে বসিয়া অনেক ভাবিতাম ও ঠক বিতর্ক করিতাম, কিন্তু কিছুই মনঃপূত হইত না। দৈবাৎ পিতার মৃত্যু হইল। সংসার গলায় পড়িলে তাঁহার বিষয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম অনেক টাকা আত্মীয় বর্গকে কর্জ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশোধ

করণে অশক্ত। কেবল এক খানা আবাদ ছিল তাহাতেই সংসার মির্জাহ হইত। ঐ বিষয়টি ভাল দেখিয়া এক জন প্রবল জমীদার আমাকে বেনখল করিল। আদালতে অভিযোগ করিলে দলিল দাখিল করিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি সকল বাক্য, আল্‌মারি তল্লাস করিলাম, কিন্তু দলিল পাওয়া গেল না। মাতা ও পত্নীকে এই কথা বলিয়া রাত্রে শয়ন করিয়াছি—স্বপ্নে পিতা সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন—দলিল অমূকের জামিনের জন্য আদালতে দাখিল আছে—জামিনের মেয়াদ গিয়াছে, দরখাস্ত করিলেই দলিল কেহত পাইবে। অমনি ধড়গড়িয়া উঠিয়া চতুর্দিক দেখি—কিছুই দৃষ্ট হইল না। দলিল জন্য একটু ভয় হইল, কিন্তু পিতার জন্য শোক জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। এই স্বপ্ন গাতা ও পত্নীকে বলিলাম। পরে দলিল পাইলে আবাদ হস্তগত হইল। এক ঘটমার নামা কল। এই স্বপ্ন পুনঃপুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলাম ও ক্রমে আত্ম বিদ্যা সম্বন্ধীয় অনেক পাঠ করিলাম—অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মানস অসিদ্ধ রহিল, কেবল মুখে পণ্ডিত হইলাম। অনামা লোক যাহা লিখিয়াছে তাহা ওলটপালট করিয়া বলিতে পারিতাম, কিন্তু কিরূপে আত্ম জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে তাহা কিছু স্থির হইল না। অশরীর আত্মানিগের সহিত আলাপ জন্য অনেক সর্বকালে অর্থাৎ চক্রে যাইতাম—মেজ, চৌকি উৎপত্তন দেখিলাম—অনেক প্রকার নিডিয়মও প্রকাশ হইল—কালি, কলম, কাগজ সম্মুখে থাকিলে কেহই অনিচ্ছাপূর্বক হাতচামার ন্যায় লিখিয়া দেখায় ও কোন প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও পা-

এক্সা যার। এই প্রকার অনেক ভৌতিক বিজ্ঞান প্রমাণ দেখিয়া ভাবিতাম ইহা সত্য হইতে পারে, অথবা কিয়দংশ সত্য কিয়দংশ মিথ্যা, কিন্তু এ সকল ইচ্ছিয় সংযুক্ত জ্ঞান অবশ্যই কিছু না কিছু ভ্রমজনক, অতএব কি প্রকারে আত্মজ্ঞ হইতে পারি, কি প্রকারে অকর্ত্তা না থাকিয়া আপন কর্ত্তা অবস্থা পাই—কি প্রকারে অন্যত্র হইতে উদ্ধার হইয়া আনিব লাভ করি, এই অহরহ চিন্তা করিতাম। কার্য্য অনুরোধে ঢাকায় গমন করিলাম—নানা মতাবলম্বী লোকের সহিত আলোচনাই হইল। মাকার ও নিরাকার উপাসকদিগের সহিত অধিক সহবাস করিলাম। তাহাদিগের উভয়ের উপাসনা শুনিয়া ভাবিতাম—প্রথম অথম নিরাকার উপাসকদিগের উপাসনা ভাল জ্ঞান হইত, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে দুই উপাসনা প্রায় সমতুল্য। মাকার উপাসকেরা হস্ত নির্মিত দেবতা অর্চনা করে। নিরাকার উপাসকেরা মনগড়া দেবতা পূজা করে, উভয়ের ঐশ্বর্য্য ফলতঃ মণ্ডল ঐশ্বর্য্য—পৌত্তলিক এবং অপৌত্তলিক উপাসনা মাকার ও নিরাকার ঐশ্বর্য্য অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আত্মার উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অভ্যাসে মাকার উপাসক অধিক অপৌত্তলিক, ও নিরাকার উপাসক অধিক পৌত্তলিক হইতে পারে। উপনিষদে ঐশ্বর্য্য উচ্চরূপে বর্ণিত—স্থানে স্থানে উপমেয়—স্থানে স্থানে অনুপমেয় ভাবে প্রচারিত, কিন্তু পৌত্তলিকতা কিম্বা অপৌত্তলিকতা বাহ্য সম্বন্ধীয় নহে—অন্তর সম্বন্ধীয়। নিরাকার উপাসক হইলেই অপৌত্তলিক হয় না। তথাচ নিরাকার উপাসকদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কাল শীপন করিলাম।

উপাসনা কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইত। পাপ জনা ভয় ও অনু-
তাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা,—পরিব্রাজ জনা ককণা,—ঈশ্বর মাহাত্ম্য
ও অসীম শক্তি, জ্ঞান ও রূপা জনা নম্রতা ও ভক্তি আত্মাতে
উদয় হইত; কিন্তু কোন ভাবকেই অধিক ক্ষণ ধারণ করিতে
পারিতাম না ও কখন কখন ঈশ্বরের গুণ ধ্যান করিতে
করিতে তাঁহার গুণ প্রতিপাদক শাস্ত্র মূর্ত্তি যদি দর্পণে
দেখিতাম। এই প্রকার উপাসনাতে আত্মার কিঞ্চিৎ নিম-
সতা জন্মিল, কিন্তু উপাসনার পর শাস্ত্র ধ্যানের স্থির করিলাম
যে ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানা জীবনের লক্ষ্য। যে অভ্যাস
করিতেছি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অভ্যাস প্রয়োজনীয়।
এরূপ উপাসনাতে যে সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয় তাহা
অস্পষ্ট বা অধিক ভাগেই হউক বিশেষ বিশেষ ব্য-
ক্তির প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে ও নাট্যশালায়, অথবা
মন্দিরভূমি কালীন ঐ সকল ভাবের অভাব হয় না। আর
এ কথাও বিবেচ্য যে উপাসনা কি? ঈশ্বর এমত মহৎ,
অসীম, অনন্ত যে আমাদের উপাসনাতে তাঁহার গৌরব
রক্ষি হইতে পারে না ও তাঁহার বিরক্তি ও তৃষ্ণাও নাষ্ট,
তবে উপাসনা কি প্রকার হইবে?

বাহ ও অন্তর রাজার সম্বন্ধ নিকট—স্বীপুরুষের ন্যায়। বাহ
স্বী—অন্তর পুরুষ। পরমেশ্বর যাহাই করিয়াছেন তাহাই বর্ণা-
ভীত। বাহ রাজ্য লইয়া নানা শক্তি ও ভাবের উদ্দীপন ও
এই পরিচালনায় আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি। অতএব আমরা
যে প্রকারেই উপাসনা করি আমাদের আত্মা অবশ্যই উন্নত
হইবে—আমাদের উপাসনাতে আমাদেরই উপকার—

ঈশ্বরের ক্ষতি, রুদ্ধ কিছুনাহ্ন নাই। যদি আনাদিগের উপাসনা বশাৎ ঈশ্বর বারম্বার মুগ্ধ বা অক্লান্ত হইলেন তবে তাঁহার শক্তি ও নিয়ন্তৃত্ব পরিমিত। এ কখনই হইতে পারে না। তবে উপাসনা করূপে হইবে—এই অহরহ ভাবিতেছি। ইত্যবসরে গেহিনির নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে মাতার কাল হইয়াছে ও পরদিনে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও লোকান্তর গমন করিয়াছেন। যেমন প্রবল বায়ুতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন করে তেমনি শোকেতে আত্মার ঐন্দ্রি ভেদ করে ও এই ঐন্দ্রি ভেদেতেই আত্মার মুক্তি লাভে মগ্ন হইলাম। শোকেতে আত্মার মালিন্য বিগত হয়। যে ঘটনা ঘটে তাহা আধ্যাত্মিক ভাবে গৃহীত হইলে অসীম মঙ্গলজনক। ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি জগতে কিছুই অমঙ্গল দেখেন না। ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া গেহিনীকে ঔদার্য্যে পূর্ণ দেখিলাম ও অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর এই স্থির হইল যে বাহ্যকে আত্মার অধীন করাই প্রকৃত উপাসনা—আত্মাই ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শক্তি—আত্মজ্ঞ না হইলে অর্থাৎ যাহা জানিব তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা হইবে না, আত্মা দ্বারা জানা হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি সে জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। এই উপাসনাতে আমরা দুই জনে প্ররত্ত হইলাম। নান, অপমান, স্তুতি, মিন্দা, বিদ্বেষ, প্রেম ও যাবদীয় বৈকারিক, পার্থিব ও আবহিক ভাব আছে তাহা আত্মাতে যাহাতে সমভাবে লাগে, এই আনাদিগের অহরহ চেষ্টা ও উপাসনা হইল। কায়মনো চিত্তে অভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা এতদূর পর্য্যন্ত রুতকার্য্য হইলাম যে, আপন আপন আত্মস্থ হইয়া শিরা, পেশী ও ইন্দ্রি-

রের কার্য স্বতন্ত্র দেখিয়া ইঙ্গ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব ধারণ করি-
লাম। আত্মার সহিত মস্তিষ্কের নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু আত্মা মুক্ত
হইলে মস্তিষ্কতে বাহ্য প্রেরিত হয় তাহা আত্মায় লাগে না—
আত্মা তখন ইঙ্গ্রিয়ের দ্বারা ক্রীড়া করে না, ইঙ্গ্রিয় সীমাতে বদ্ধ
থাকে না, আপন স্বাধীনতা পাইয়া আপন অনন্ত শুদ্ধ অতি-
প্রায়ে নিযুক্ত থাকে। আত্মা ইঙ্গ্রিয় সংযুক্ত থাকিলে বদ্ধ ও
পরিমিতরূপে প্রকাশ পায়—মুক্ত হইলে অনন্তরূপ ধারণ
করে। ঈশ্বরের রূপাতে এক্ষণে পাপ, পুণ্য, নরক, স্বর্গ ইহাতে
আত্মা অতীত—ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক অভ্যাসে আত্মার মুক্ত
শক্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছি। শরীর বিগত হইলে আত্মার কি
কার্য হইবে তাহাও বুঝিতেছি। ঈশ্বর জ্ঞান এক্ষণে যে কি মধু-
ময় তাহা আত্মাতে প্রচুররূপে জানিতেছি, বাক্যেতে বলিতে
পারি না।

“যতোবাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান, ন বিভেতি কুতশচন ॥”

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া বাহ্য হইতে
নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি
আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

অভেদীর অভেদী জ্ঞান শুনিয়া অশ্বেষণচন্দ্র ও পতিভা-
বিনী তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করত বলিলেন আপনি
ভামানিগের মতার্থ গুরু। অভেদী বলিলেন, ঈশ্বর জগতে
কাছাকেই গুরু করেন নাই, তিনিই অমন্ত সত্যজ্ঞান ও ভগদ্
গুরু এবং অবিনাশী আত্মা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্ব। এই আত্মা
ভাবাতীত ও অনন্ত শক্তি ধারণ করে। প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকিলে

মল্লয়া পরিমিত ও অস্বাস্থ্য-নানাস্ব অলম্বন করে, কিংমুক্ত হই-
লে নানাস্ব পরিমিত ও চিরস্বাস্থ্য-একত্ব আত্মাতে বিলীন হয়।

অগ্ন্যমলচক্ষু ও তীক্ষ্ণর দণ্ডিতা অভেদীর নিকট থাকিয়া
ঐশ্বরের অনন্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অভেদী জ্ঞান অর্জনে
আরুঢ় হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর পীষ্ম পান করিতে লাগিলেন।

রাগিনী আড়ন বাক্য—তল ভেগট।

মনজেল মনজেল চলে চল ভাই।

মনে করোনা আগে মনজেল নাই ॥

যত মনজেল গাবে, তুঃখ বিগত হইবে, সুখাকাশ প্রকাশাবে
দিবা রাত্রি নাই।

ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুড়িলে সব ভাব, ভব ভাবাতীত ভাব,
বাড়িলে মনাই ॥

রাগিনী সুরট—তল আড়া।

কেন বাহিরে ভ্রমণ?

উদঃ তীর্থ গিদঃ কার্যঃ নানা ধর্ম্ম সজ্জন।

অন্তরেতে প্রবেশিলে ভাবাতীত দরশন।

মত বিশ্বাসের শেষ, কে করিতে পারে শেষ, বাহ্য গুরু
জ্ঞানার্থের নানা মত বরিষণ।

নানাস্ব একত্ব হবে, আত্মময় হবে হবে, আত্মারি স্বর্গেতে হবে
তর্ক নরক বিলীন।

অনন্তঃ সত্যঃ পানঃ, অনন্তঃ সত্যঃ জ্ঞানঃ, অনন্তঃ আত্মারি
শক্তি স্ব শক্তিতে বন্ধন।

হইলে হে ভীষ শিব, দেখিলে হে সব শিব, পরম শিবত্ব তবু
নিয়ত নিদিয়াসন। গীতাস্কুর

মনাপ্রোয়ঃ ঐনুঃ।

